



ভিলেজ কমিটির তিন আসনে পুনর্নির্বাচন ৩ অক্টোবর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর ।। ত্রিপুরা উপজাতি এলাকার স্বশাসিত জেলা পরিষদের (টিটিএএডিসি) অধীন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনে অমরপুর মহকুমার তিনটি আসনে পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ দিল রাজা নির্বাচন কমিশন (এসইসি)। গামারিয়া এডিসি ভিলেজ কমিটির দুটি আসন এবং পাহাড়পুর এডিসি ভিলেজ কমিটির একটি আসনে আগামী ৩ অক্টোবর পুনরায় ভোটগ্রহণ হবে।

সোমবার রাজাজুড়ে অনুষ্ঠিত ভিলেজ কমিটি নির্বাচনে অমরপুর মহকুমায় ৮১.০১ শতাংশ ভোট পড়েছে। কয়েকটি আসনে পুনর্নির্বাচনের দাবি ওঠার পর রাজা নির্বাচন কমিশন বিষয়টি নিয়ে বৈঠক করে। জেলা নির্বাচন আধিকারিক (ডিইও) এবং রিটার্নিং অফিসারদের (আরও) কাছ থেকে পাওয়া রিপোর্টের ভিত্তিতে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে তিনটি আসনে পুনর্নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এসইসি সচিব অনুরাগ সেন সাংবাদিকদের জানান, “মাঠপর্যায়ের পরিস্থিতি

পর্যালোচনা করার পর মঙ্গলবার গামারিয়া এডিসি ভিলেজ কমিটির দুটি আসন এবং অমরপুর মহকুমার পাহাড়পুর এডিসি ভিলেজ কমিটির একটি আসনে পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামী ৩ অক্টোবর এই পুনর্নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।”

সূত্রের খবর, গামারিয়া এডিসি ভিলেজের দুটি ভোটকেন্দ্রে পুনর্নির্বাচনের দাবি জানিয়েছিল বিজেপি। ভোটগ্রহণের দিন সংশ্লিষ্ট এলাকায় তিপ্রা মথার এক প্রার্থী গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে অভিযোগ ওঠে। অন্যদিকে, পাহাড়পুর এডিসি ভিলেজের একটি আসনে ব্যালট পেপার ছাপায় ভুলের কারণে পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জানা গেছে, সংশ্লিষ্ট নির্দল প্রার্থী প্রচারের সময় ভোটারদের ‘রেফারি’ প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু ব্যালট পেপারে ওই প্রার্থীর জন্য ‘রেফারি’ প্রতীকের পরিবর্তে ‘বামি’ প্রতীক ছাপা হয়। বিষয়টি পর্যালোচনার পর ওই আসনে পুনর্নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেয় কমিশন।

পুর ভোট নিয়ে প্রস্তুতি বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর ।। সামনে আগরতলা পুর নিগমের নির্বাচন। নির্বাচনকে সামনে রেখে সাংগঠনিক প্রস্তুতি শুরু করল ভারতীয় জনতা পার্টি। আজ আগরতলার দশরথ দেব স্মৃতি ভবনে বিজেপির উদ্যোগে একটি সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

এদিন প্রদীপ প্রজ্ঞালনের মধ্য দিয়ে বৈঠকের সূচনা হয়।

ঠেঁকে উপস্থিত ছিলেন সবার শহর জেলা বিজেপির সভাপতি অসীম ভট্টাচার্য, পশ্চিম জেলা বিজেপির প্রভারি তথা রাজ্য বিজেপির প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মী-সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা।

৩৬ এর পাতায় দেখুন

বিরোধীরা ১০টি কেন্দ্রে পুনর্নির্বাচনের দাবি জানাতেও গুরুত্ব দেয়নি কমিশন : জিতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর ।। ভিলেজ কমিটি নির্বাচনে বিভিন্ন কেন্দ্রে ভোটগ্রহণকে ঘিরে অনিয়ম ও বৃথ দখলের অভিযোগ তুলে প্রায় ১০টি কেন্দ্রে পুনর্নির্বাচনের দাবি জানিয়েছিল সিপিআই(এম)। কিন্তু রাজা নির্বাচন কমিশন সেই দাবিতে গুরুত্ব দেয়নি বলে অভিযোগ করলেন সিপিআই(এম) রাজ্য সম্পাদক তথা বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। আজ এক প্রতিক্রিয়ায় জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, বর্তমান রাজা নির্বাচন কমিশন গঠনের সময়ই তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে কমিশনের পক্ষে ভারতীয় জনতা পার্টির বিরুদ্ধে স্বাধীনভাবে কাজ করা কঠিন হবে। তাঁর দাবি, বিভিন্ন কারণে কমিশন বিজেপির কাছে দুর্বল অবস্থানে রয়েছে। ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে উদয়পুরসহ বিভিন্ন এলাকায় উত্তপ্ত পরিস্থিতির জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকা সত্ত্বেও তাদের দাবি অনুযায়ী পুনর্নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে যথাযথভাবে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন ও ব্যবহার করা হলে বহিরাগতদের পক্ষে বৃথ দখলের চেষ্টা করা সম্ভব হতো না এবং আরও বহু জায়গায় বৃথ দখলের ঘটনা এড়াতে পারত।

তিনি বলেন, কোথাও যদি নিয়মকানুন মেনে সুষ্ঠুভাবে ভোট না হয়ে থাকে, তাহলে সেখানে পুনর্নির্বাচন হওয়া উচিত। এতে আমাদের আপত্তি নেই।

তবে সিপিআই(এম)-এর পক্ষ থেকে প্রায় ১০টি কেন্দ্রে পুনর্নির্বাচনের দাবি জানানো হয়েছে ও কমিশন সেই দাবিগুলিকে গুরুত্ব দেয়নি বলে অভিযোগ করেন তিনি।

তাঁর দাবি, নির্দিষ্ট কয়েকটি কেন্দ্রে পরিস্থিতি বিবেচনা করেই এই দাবি জানানো হয়েছিল।

তাঁর অভিযোগ, নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় কোথাও অনিয়মের অভিযোগ উঠলে সব পক্ষের অভিযোগ সমান গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখা উচিত ছিল। কমিশনের সিদ্ধান্তে সেই নিরপেক্ষতার প্রতিফলন নেই বলেই দাবি করেন সিপিআই(এম) রাজ্য সম্পাদক।

হামলাকারীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে কমিশনকে ২৪ ঘন্টার সময়সীমা দিল মথা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর ।। উদয়পুরে ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দলের কর্মীদের গুলি করার ঘটনায় জড়িতদের আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে গ্রেফতারের দাবি জানিয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে ডেপুটেশন মিল তিপারা মথা। আজ রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কার্যালয়ে নির্বাচন কমিশনের সচিব অনুরাগ

সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দলের প্রতিনিধিরা এই দাবি জানান। দলের প্রতিনিধি দলে টিটিএএডিসির সিইএম রুনিয়েল দেববর্মী, বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মী, বিধায়ক বিশ্বজিৎ কলই, এমডিসি সুরজ দেববর্মী, এমডিসি জিতেন দেববর্মী, এমডিসি প্রাথমিত দেববর্মীসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ডেপুটেশন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মী বলেন, গুলিকাণ্ডে জড়িত হামলাকারীদের আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে গ্রেফতার করতে হবে। যেকোনো বিষয়টি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ঘটতেছে, তাই নির্বাচন কমিশনের কাছেই দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গ্রেফতার

না হলে দলের বৈঠক করে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলে জানান তিনি।

পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন রঞ্জিত দেববর্মী। তাঁর অভিযোগ, কয়েকটি গাড়িতে করে লোকজন একটি ভোটকেন্দ্রে ঢুকে গুলি চালানোর পর ও পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। ঘটনার

৩৬ এর পাতায় দেখুন

ফসল বীমায় স্থানীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ অন্তর্ভুক্তির দাবি মন্ত্রী রতনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর ।। কৃষি ও উদ্যানপালন ফেডারেশন এবং কৃষকদের কল্যাণে কেন্দ্রের কাছে একাধিক দাবি জানানো ত্রিপুরার কৃষিমন্ত্রী রতন লাল নাথ। প্রশাসনিক ফসল বীমা যোজনা-র নিষেধিকায় “স্থানীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ” অন্তর্ভুক্ত করা, রাজ্যে আরও ৪৫ হাজার মাটি স্বাস্থ্য কার্ড প্রদান এবং সমন্বিত উদ্যানপালন উন্নয়ন মিশন-এর বরাদ্দ বৃদ্ধির দাবি জানান তিনি।

নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় কৃষি সম্মেলন—রবি অভিযান ২০২৬-এর দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই দাবিগুলি তুলে ধরেন কৃষিমন্ত্রী। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষি, কৃষক কল্যাণ

ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান, কেন্দ্রীয় কৃষি প্রতিমন্ত্রী রামনাথ ঠাকুর ও ভাগীরথ চৌধুরী, বিভিন্ন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী, কৃষি সচিব অতীশ চন্দ্র-সহ কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্যের আধিকারিকরা।

কৃষিমন্ত্রী জানান, চলতি বছরে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রায়জাতীয় অর্থ বরাদ্দ করেছে এবং রাজ্যের কৃষকদের সহায়তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। তিনি জানান, গত রবি মরশুমে ২৫ হাজার হেক্টর জমিতে হাইব্রিড ধান, ৯,৫০০ হেক্টর জমিতে রবি ডালশস্য এবং ৯,৭০০ হেক্টর জমিতে রবি তেলবীজ চাষ করা হয়েছিল। এই

৩৬ এর পাতায় দেখুন

ভিসি ভোটে গুলিবিদ্ধের ঘটনায় মহারানীতে মথার ৩০ ঘন্টা অবরোধ ঘিরে দুর্ভোগ চরমে

নিজস্ব প্রতিনিধি,উদয়পুর, ২৯ সেপ্টেম্বর ।। ত্রিপুরা টাইবেল এরিয়া অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনের দিন দুই রিয়াজ যুবক গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রায় ৩০ ঘন্টা ধরে উত্তেজনাভারিত পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে দিন কাটাতে হয়েছে সাধারণ মানুষ ও প্রশাসনকে। সোমবারের ঘটনার পর মঙ্গলবারও গোমতী জেলার মহারানী এলাকায় অবরোধ ও বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

অভিযোগ, নির্বাচনের দিন ঘটনায় রিয়াজ এবং উদয় রাম রিয়াজ গুলিবিদ্ধ হন। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সোমবার দুপুরের পর থেকে রাস্তা অবরোধ করেন মথার কর্মী-সমর্থকরা। পরে পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনার পর মঙ্গলবার সকাল ১০টার মধ্যে অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়ে সাময়িকভাবে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গ্রেফতারের খবর না আসায় মঙ্গলবার সকাল থেকেই মথার কর্মী ও নেতৃত্বদ্বারা মহারানী এলাকায় জরাজীর্ণ হতে শুরু করেন। একসময় উদয়পুর-অমরপুর সড়ক কার্যত অবরোধকারীদের দখলে চলে যায়। রাস্তার দু’পাশে শত শত যানবাহন আটকে পড়ে। অনেকে বিকল্প পথে শান্তিরবাজার হয়ে অমরপুর যাওয়ার চেষ্টা করলেও বহু নিত্যযাত্রী দীর্ঘক্ষণ অবরোধের কারণে আটকে পড়েন।

বিকেলের দিকে মথার বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মী এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের উপস্থিতিতে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখাকিশোরপুর থানার ওসি সঞ্জীব লস্কর এবং মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দেবাঞ্জলি রায় ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। তাঁরা অবরোধ তুলে নেওয়ার জন্য আন্দোলনকারীদের সঙ্গে দ্রুত কথা বলেন।

এর মধ্যেই মথার কর্মী-সমর্থক ও নেতৃত্বদ্বারা মহারানী আউটপোস্ট ঘেরাও করার উদ্যোগ নেন।

৩৬ এর পাতায় দেখুন

অরুণাচলে জঙ্গি হামলায়

নিহত হাবিন্দার

আহত ৪

ইটানগর, ২৯ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস)।। অরুণাচল প্রদেশের চাংলাং জেলায় ভারত-মায়ানমার সীমান্তে জঙ্গিদের হামলায় অসম রাইফেলসের এক হাবিন্দার নিহত এবং আরও চার জওয়ান আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার সীমান্ত এলাকায় টহল দেওয়ার সময় ২১ অসম রাইফেলসের একটি দলকে লক্ষ্য করে ভারী অস্ত্রধারী সন্দেহভাজন জঙ্গিরা হামলা চালায় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

ইটানগরের এক পুলিশ আধিকারিক জানান, চাংলাং জেলার ন্যামপং সার্কেলের ন্যামপং নাল্লার কাছে এই হামলার ঘটনা ঘটে। ওই এলাকায় ভারত-মায়ানমার সীমান্তে বেড়া দেওয়ার কাজ চলছে। সেই এলাকায় টহল দেওয়ার সময় জওয়ানদের উপর গুলি চালায় সন্দেহভাজন জঙ্গিরা।

অসম রাইফেলসের তরফে নিহত হাবিন্দারের পরিচয় জাংখোকাই কুকি (৪২) বলে জানানো হয়েছে। প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, হামলায় তিনি ঘটনাস্থলেই নিহত হন এবং আরও চারজন জওয়ান আহত হন। আহতদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাঁদের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি।

হামলার পর ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী পাঠানো হয়েছে। পালিয়ে যাওয়া জঙ্গিদের সন্ধানে এলাকাজুড়ে ব্যাপক অভিযান শুরু হয়েছে। হামলায় এনএসসিএন-কে-ওয়াইএ গোষ্ঠীর জঙ্গিরা জড়িত থাকতে পারে বলে কিছু সূত্রে দাবি করা হয়েছে, সরকারি ভাবে এখনও তা নিশ্চিত করা হয়নি।

চাংলাং জেলার পুলিশ সুপার কিরলি পাডু জানান, ঘটনার বিষয়ে আরও তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনি চাংলাং থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে নির্দেশ দিয়েছেন।

ভারত-মায়ানমার সীমান্তবর্তী চাংলাং জেলা দীর্ঘদিন ধরেই নিরাপত্তার দিক থেকে সংবেদনশীল। আন্তর্জাতিক সীমান্তের দু’পাশে সক্রিয় বিভিন্ন নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের চলাচলের কারণে এলাকায় নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ রয়েছে। অসম রাইফেলসের ডিভি লেফটেন্যান্ট জেনারেল বিকাশ খাশেরা হামলার নিন্দা জানিয়ে নিহত জওয়ানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং তাঁর পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। অসম

৩৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপির নবনিযুক্ত প্রভারীও সহ প্রভারীদের সঙ্গে বৈঠকে

সংগঠনকে তৃণমূল স্তরে শক্তিশালী করার উপর গুরুত্বারোপ নীতিনের



নয়াদিল্লি, ২৯ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস)।। বিজেপির নবনিযুক্ত রাজ্য প্রভারী ও সহ-প্রভারীদের সংগঠনকে তৃণমূল স্তরে আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি দিক্টিতে ঘন ঘন যাতায়াত এড়িয়ে সংশ্লিষ্ট রাজ্যে বেশি সময় দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন দলের সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবী।

মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে নবনিযুক্ত রাজ্য প্রভারী ও সহ-প্রভারীদের নিয়ে বৈঠক করেন নীতিন নবী।

সম্প্রতি দলের সাংগঠনিক রদবদলের পর এই প্রথম সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতাদের সঙ্গে সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

সূত্রের খবর, বৈঠকে সংগঠনকে

আরও শক্তিশালী করা, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনগুলির প্রস্তুতি এবং সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের কাছে দলের যোগাযোগ বাড়ানোর বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হয়। নীতিন নবী দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতাদের স্পষ্ট বার্তা দেন, তাঁদের অর্পিত সাংগঠনিক দায়িত্বকেই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং ব্যক্তিগত বিষয়ের পরিবর্তে সংগঠনের স্বার্থে কাজ করতে হবে।

বিজেপি সভাপতি রাজ্য প্রভারী ও সহ-প্রভারীদের নিয়মিত সংশ্লিষ্ট রাজ্যে সফর করার এবং রাজ্য সংগঠনের সঙ্গে ধারাবাহিক যোগাযোগ বজায় রাখার নির্দেশ দেন। পাশাপাশি বুধ স্তরে নিয়মিত সাংগঠনিক বৈঠক করার এবং

কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উপরও গুরুত্ব দেন তিনি। দলের কর্মসূচি ও সাংগঠনিক কার্যক্রম যাতে তৃণমূল স্তরে পৌঁছয় এবং সংগঠনের কার্যক্রম নিয়মিত পর্যালোচনা করা হয়, সে বিষয়েও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মহিলা, যুব সমাজ এবং সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের মধ্যে জনসংযোগ বাড়ানোর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

সূত্রের দাবি, কিছু দলীয় নেতার ঘন ঘন দিল্লি সফর এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকের জন্য দীর্ঘ সময় ব্যয় করার বিষয়ে অভিযোগ ছিল। নীতিন নবী তাঁদের জানিয়ে দেন, কোনও রাজ্যের সাংগঠনিক দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতাদের সেই রাজ্যে বেশি সময় দিয়ে সংগঠনের কাজ

৩৬ এর পাতায় দেখুন

জ্ঞানেশ কুমারের গ্রেপ্তারের দাবিতে ধর্মনগরে কংগ্রেসের বিক্ষোভ, পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৯ সেপ্টেম্বর ।। ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের গ্রেপ্তারের পাঠে বলে কিছু সূত্রে দাবি করা হয়েছে, সরকারি ভাবে এখনও তা নিশ্চিত করা হয়নি।

চাংলাং জেলার পুলিশ সুপার কিরলি পাডু জানান, ঘটনার বিষয়ে আরও তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনি চাংলাং থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে নির্দেশ দিয়েছেন।

ভারত-মায়ানমার সীমান্তবর্তী চাংলাং জেলা দীর্ঘদিন ধরেই নিরাপত্তার দিক থেকে সংবেদনশীল। আন্তর্জাতিক সীমান্তের দু’পাশে সক্রিয় বিভিন্ন নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের চলাচলের কারণে এলাকায় নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ রয়েছে। অসম রাইফেলসের ডিভি লেফটেন্যান্ট জেনারেল বিকাশ খাশেরা হামলার নিন্দা জানিয়ে নিহত জওয়ানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং তাঁর পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। অসম

সভাপতি আশীষ কুমার সাহা নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে একাধিক অভিযোগ তোলেন। তাঁর অভিযোগ, বিজেপি মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে ব্যবহার করে বিভিন্ন নির্বাচনে বিরোধীদের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে হাজার হাজার মিছিল ও প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করল ধর্মনগর জেলা কংগ্রেস। কর্মসূচিকে ঘিরে শহরে উত্তেজনা ছড়ায়। জেলা শাসকের কার্যালয়ের সামনে পুলিশের সঙ্গে প্রতিবাদে সন্নিবিষ্ট হয়ে বলে দাবি করেন তিনি।

আশীষ কুমার সাহা বলেন, তাঁদের মূল দাবি হল মুখ্য নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে বিরোধী দলগুলির অভিযোগের প্রেক্ষিতে কংগ্রেস জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়ে ধারাবাহিক দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতাদের সঙ্গে আলোচনার দাবি জানান।

সভাপতি আশীষ কুমার সাহা নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে একাধিক অভিযোগ তোলেন। তাঁর অভিযোগ, বিজেপি মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে ব্যবহার করে বিভিন্ন নির্বাচনে বিরোধীদের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে হাজার হাজার মিছিল ও প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করল ধর্মনগর জেলা কংগ্রেস। কর্মসূচিকে ঘিরে শহরে উত্তেজনা ছড়ায়। জেলা শাসকের কার্যালয়ের সামনে পুলিশের সঙ্গে প্রতিবাদে সন্নিবিষ্ট হয়ে বলে দাবি করেন তিনি।

আশীষ কুমার সাহা বলেন, তাঁদের মূল দাবি হল মুখ্য নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে বিরোধী দলগুলির অভিযোগের প্রেক্ষিতে কংগ্রেস জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়ে ধারাবাহিক দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতাদের সঙ্গে আলোচনার দাবি জানান।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর ।। গুলিবিদ্ধ কর্মীদের দেখতে জিবি হাসপাতালে যান বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা বিধায়ক অভিষেক দেববর্মী। হাসপাতালে আহতদের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেওয়ার পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অভিষেক দেববর্মী বলেন, ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক। এ বিষয়ে পুলিশকে তদন্ত করার জন্য বলা হয়েছে। তাঁর দাবি, শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য বিজেপির পক্ষ থেকে রাজাজুড়ে নির্দেশনা ছিল এবং অধিকাংশ জায়গাতেই শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হয়েছে।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর ।। গুলিবিদ্ধ কর্মীদের দেখতে জিবি হাসপাতালে যান বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা বিধায়ক অভিষেক দেববর্মী। হাসপাতালে আহতদের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেওয়ার পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অভিষেক দেববর্মী বলেন, ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক। এ বিষয়ে পুলিশকে তদন্ত করার জন্য বলা হয়েছে। তাঁর দাবি, শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য বিজেপির পক্ষ থেকে রাজাজুড়ে নির্দেশনা ছিল এবং অধিকাংশ জায়গাতেই শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হয়েছে।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর ।। গুলিবিদ্ধ কর্মীদের দেখতে জিবি হাসপাতালে যান বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা বিধায়ক অভিষেক দেববর্মী। হাসপাতালে আহতদের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেওয়ার পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অভিষেক দেববর্মী বলেন, ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক। এ বিষয়ে পুলিশকে তদন্ত করার জন্য বলা হয়েছে। তাঁর দাবি, শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য বিজেপির পক্ষ থেকে রাজাজুড়ে নির্দেশনা ছিল এবং অধিকাংশ জায়গাতেই শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হয়েছে।

গুলিবিদ্ধদের দেখতে হাসপাতালে অভিষেক এটি একটি গভীর ষড়যন্ত্র

এটি একটি গভীর ষড়যন্ত্র



ঘটিয়ে গিয়েছে, সেটা তদন্তের বিষয়।

এটা একটা গভীর ষড়যন্ত্র। পুলিশ তদন্ত করছে। তদন্ত হলেই বোঝা যাবে আসলে কী ঘটেছে।

আহত কর্মীকে নিজের বিধানসভা

এলাকার ছেলে উল্লেখ করে বিজেপি রাজ্য সভাপতি বলেন, ছেলেটা খুব ভালো। আমার বিধানসভার ছেলে। আমি ভীষণ মর্মাহত এবং দুঃখিত। গতকাল রাতে কেঁদে ঘুমোতে পারিনি।

আহত কর্মীর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে তিনি বলেন, বিধায়ক হিসেবে পরিবারের পাশে থেকে প্রায়োজনীয় সব ধরনের সহযোগিতা করার দায়িত্ব তিনি পালন করবেন।

জাগরণ

আগরতলা,৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ইং
১২ আশ্বিন, বুধবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

ক্যানসারের ওষুধের অগ্নিমূল্য!

ক্যানসারের ওষুধের খুচরো বিক্রির লাভের অঙ্ক নিয় মঙ্গলবার উদ্বেগ প্রকাশ করিল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি বিক্রম নাথ এবং বিচারপতি সন্দীপ মেহতার বেধে এ বিষয়ে কেন্দ্রের জবাব তলব করিয়াছে। ক্যানসারের একটি ওষুধের ক্ষেত্রে প্রস্তুতকারক সংস্থা খুচরো বিক্রেতাকে যে দামে (পিটিআর) করিতেছে, তার তুলনায় ক্রেতার জন্য মুদ্রিত সর্বোচ্চ খুচরো মূল্য (এমআরপি) ১০ গুণ বেশি কেনে সে প্রশ্ন তুলে শীর্ষ আদালতের মন্তব্য “এ তো ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হইয়াছে”।

ক্যানসারের জীবনদায়ী ওষুধের পাইকারি ও খুচরো মূল্যের আকাশপাতাল ফারাক নিয়া তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট। ওষুধের এই বিপুল দাম বৃদ্ধিকে বিচারপতি বিক্রম নাথ এবং বিচারপতি সন্দীপ মেহতার ডিভিশন বেধে সরাসরি ‘ধ্বংসযজ্ঞ’ এবং ‘প্রকাশ্য ডাকাতি’ বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। শীর্ষ আদালত এই লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি নিয়া গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এর সুস্পষ্ট জবাব তলব করিয়াছে। একটি মামলার শুনানির সময় আদালতের সামনে আসে যে, ক্যানসারের একটি অত্যাাবশ্যকীয় ওষুধ ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলি খুচরো বিক্রেতাদের কাছে বিক্রি করিতেছে মাত্র ২,৭০০ টাকায়। অথচ সেই ওষুধের মোড়কে সর্বোচ্চ খুচরো মূল্য ২৭,০০০ টাকা! অর্থাৎ সাধারণ রোগীদের প্রায় ১০ গুণ বেশি দাম দিয়া সেই ওষুধ কিনিতে হইতেছে। শুনানির সময় ক্ষুব্ধ বিচারপতিরা প্রশ্ন তোলেন, ‘এই ১০ গুণ মূল্যবৃদ্ধি কেন? এই বিপুল পরিমাণ টাকা কোথায় যায়? এতে লাভবান হইতেছে কারা?’ আদালত লক্ষ্য করিয়াছে যে, বহু কর্পোরেট হাসপাতাল রোগীদের ওপর জোর খাটায় যেন তাহারা ওষুধের জন্য হাসপাতালের নিজস্ব ফার্মেসি ব্যবহার করে। বাইরে থেকে ওষুধ কিনিলে চিকিৎসা না করিবার হুমকিও দেওয়া হয় অনেক সময়। সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানাইয়াছে, আয়ুদ্যান ভারতের মতো সরকারি স্বাস্থ্য প্রকল্পের অধীনে যখন কোনও রোগী চিকিৎসা পান, তখন এই আকাশছোঁয়া দামের বোঝা সরাসরি সাধারণ করদাতাদের ঘাড়েই গিয়া পড়ে। ক্যানসারের চিকিৎসার খরচ জোগাইতে বহু সাধারণ মানুষ জমি-বাড়ি, গয়না বিক্রি করিতে বাধ্য হন। শীর্ষ আদালত প্রস্তাব দিয়াছে, ওষুধের মূল্যের ক্ষেত্রে কেন একটি নির্দিষ্ট ও অভিন্ন নীতি থাকিবে না? কেন ওষুধের সর্বোচ্চ খুচরো মূল্য , পাইকারি দামের থেকে সর্বোচ্চ ১৬ শতাংশের বেশি হইবে না?এমন নিয়ম বাধ্যতামূলক করা হইতেছে না? কেন্দ্রের পক্ষে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এবং সলিসিটর জেনারেল ডুয়ার মেহতা আদালতকে আশ্বস্ত করিয়াছেন যে, সরকার এটিকে কোনও বিরোধী অবস্থান হিসাবে দেখিতেছে না। বেসরকারি হাসপাতালগুলি কীভাবে এর থেকে অতিরিক্ত সুবিধা নিতেছে তাহ খতিয়ে দেখিতে এবং একটি ভারসাম্য বজায় রাখিতে সরকার দ্রুত উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সাথে বৈঠক করিবে। আদালত এই বিষয়ে সমস্ত দিক এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রের অনৈতিক কার্যকলাপ খতিয়ে দেখিতে মামলাটির পরবর্তী শুনানি ১২ অক্টোবর ধার্য করিয়াছে।

জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ ও গ্রেপ্তারের দাবিতে সোনামুড়ায় কংগ্রেসের বিক্ষোভ

সোনামুড়া, ২৯ সেপ্টেম্বর: দেশের গণতন্ত্র ও সংবিধান রক্ষা এবং কথিত ‘ভোট চুরির প্রতিবাদে ভারতের প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের গ্রেপ্তার ও পদত্যাগের দাবিতে মঙ্গলবার সোনামুড়ায় বিক্ষোভ মিছিল করল সিপাহিজলা জেলা কংগ্রেস। জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকরা অংশ নেন। এদিন জেলা কংগ্রেস ভবনের সামনে থেকে মিছিল শুরু হয়ে সোনারগুড়ি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। মিছিল থেকে ‘ভোট চোরা, গদি চোর’ সহ বিভিন্ন স্লোগান দেওয়া হয়। পরে মিছিলটি সোনামুড়া মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের সামনে পৌঁছালে পুলিশ ব্যারিকেডের মুখোমুখি হন বিক্ষোভকারীরা। কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকরা পুলিশের পরপর তিনটি ব্যারিকেড ভেঙে মহকুমা শাসকের কার্যালয় চত্বরে প্রবেশের চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। এরপর সোনামুড়া নেতাঞ্জি চৌমুহনী এলাকায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের কুশপুতুল দাহ করেন বিক্ষোভকারীরা। পরে পুলিশ বেশ কয়েকজন কংগ্রেস কর্মী-সমর্থককে আটক করে। আটক ব্যক্তিদের সোনামুড়া টাউন হলে অস্থায়ী জেলে রাখা হয় বলে জানা গেছে। কর্মসূচি সম্পর্কে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজা এনএসইউআই সভাপতি আমির হোসেন অভিযোগ করেন, দেশে গণতন্ত্রের পরিস্থিতি সংকটজনক। তাঁর দাবি, বিজেপি সরকার ও নির্বাচন কমিশন একসঙ্গে মানুষের ভোটাধিকার হরণ করছে, যা দেশের গণতন্ত্র ও সংবিধানের জন্য বিপজ্জনক। প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগ ও গ্রেপ্তার না হওয়া পর্যন্ত কংগ্রেসের আন্দোলন চলবে বলেও তিনি জানান। সিপাহিজলা জেলা কংগ্রেস সভাপতি রোশন আলী বলেন, এদিনের কর্মসূচিতে জেলা কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা গেছে। আগামী দিনে সোনামুড়ায় কংগ্রেস আরও শক্তিশালী হবে এবং গণতন্ত্র রক্ষার আন্দোলন অব্যাহত থাকবে বলে দাবি করেন তিনি। তাঁর আরও বক্তব্য, এদিন কংগ্রেস কর্মীরা তিনটি পুলিশি ব্যারিকেড ভেঙেও আন্দোলন চালিয়ে যান। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন জেলা কংগ্রেস সভাপতি দীপক চক্রবর্তী, জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হাবিল মিয়া সহ অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃত্ব ও কর্মী-সমর্থকরা।

দীর্ঘসময় ব্যবহারে তাপ, জীবনযাপন ও প্রজননক্ষমতা-বিজ্ঞান কী বলেছে?

একসময় কম্পিউটার মানৈই ছিল নির্দিষ্ট একটি ঘর, বড় মনিটর এবং ডেস্ক। এখন সেই চিত্র বদলে গেছে। ছোট ও বহনযোগ্য ল্যাপটপের কারণে অফিসের কাজ, অনলাইন ক্লাস, ব্যবসা, গবেষণা কিংবা বিনোদন-সবকিছুই করা সম্ভব হচ্ছে বাড়ির সোফা, বিছানা এমনকি কোলে বসিয়েও। ডিজিটাল নির্ভরতা যত বাড়ছে, ততই বাড়ছে প্রতিদিন দীর্ঘসময় ল্যাপটপ ব্যবহারের অভ্যাস।

এই পরিবর্তনের সঙ্গে একটি স্বাস্থ্যসংক্রান্ত প্রশ্নও সামনে এসেছে দীর্ঘসময় ল্যাপটপ ব্যবহার কি নারী ও পুরুষের প্রজননস্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলতে পারে?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে প্রথমেই একটি বিষয় পরিষ্কার করা প্রয়োজন। ল্যাপটপ ব্যবহার করলেই বদ্ব্যস্ত হয়-এমন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ বর্তমানে নেই। তবে ল্যাপটপ ব্যবহারের কিছু নির্দিষ্ট পদ্ধতি, বিশেষ করে পুরুষদের ক্ষেত্রে শরীরের নির্দিষ্ট অংশে অতিরিক্ত তাপ সৃষ্টি এবং দীর্ঘসময় নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে থাকার অভ্যাস নিয়ে সতর্ক হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। পুরুষের ক্ষেত্রে তাপমাত্রার গুরুতপুরুষের reproductive health-এর ক্ষেত্রে অণুকোষের তাপমাত্রা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্বাভাবিক sperm production-এর জন্য অণুকোষের তাপমাত্রা শরীরের অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রার তুলনায় কিছুটা কম থাকা প্রয়োজন। এই কারণেই অণুকোষ শরীরের বাইরে অণুথলিতে অবস্থান করে এবং শরীর সেখানে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের একটি স্বাভাবিক ব্যবস্থা বজায় রাখে। ল্যাপটপ সরাসরি উরুর উপর রেখে দীর্ঘসময় কাজ করলে এই অঞ্চলে অতিরিক্ত তাপ তৈরি হতে পারে। ২০০৫ সালে Human Reproduction জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণায় ২৯ জন সুস্থ পুরুষের ক্ষেত্রে ল্যাপটপ ব্যবহারের সময় অণুথলির তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল। গবেষণায় দেখা যায়, প্রায় এক ঘণ্টা কোলে ল্যাপটপ

প্রিয়ঙ্কা সাহা

জীবনে হওয়া exposure-এর মাত্রার মধ্যেও পার্থক্য ছিল। ফলে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য আরও শক্তিশালী গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। মানুষের উপর পরিচালিত observational studies নিয়েও একই ধরনের সতর্কতা দেখা যায়। বর্তমান evidence থেকে RF - EMF exposure -কে পুরুষের infertility-এর সরাসরি কারণ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। তাই ‘ল্যাপটপের radiation sperm নষ্ট করে’-এমন চূড়ান্ত বক্তব্য সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বৈজ্ঞানিকভাবে যথাযথ হয়ে না। নারীদের ক্ষেত্রে কী জানা যায়? প্রজননস্বাস্থ্যের আলোচনায় নারীদের বিষয়টিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। RF-EMF exposure



এবং female reproductive outcomes নিয়ে গবেষণা হয়েছে। তবে বর্তমান human evidence থেকে ল্যাপটপ ব্যবহারকে নারীদের infertility-এর সরাসরি কারণ হিসেবে চিহ্নিত করার মতো পর্যাপ্ত প্রমাণ নেই। নারীর fertility একটি জটিল biological process—hormonal health—ovulation—reproductive organs-এর বিভিন্ন সমস্যা, lifestyle এবং অন্যান্য medical factors এর সঙ্গে এর সম্পর্ক রয়েছে। তাই কোনো একটি electronic device-কে একমাত্র কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা সঠিক নয়। তবে দীর্ঘসময় ল্যাপটপ ব্যবহারের সঙ্গে যুক্ত lifestyle

পরিবর্তন অবশ্যই বিবেচনা করা দরকার। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকা, শারীরিক পরিশ্রম কমে যাওয়া, ঘুমের অনিয়ম, মানসিক চাপ এবং অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস-এসব বিষয় সামগ্রিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। গর্ভাবস্থায় কী করা উচিত? গর্ভাবস্থায় ল্যাপটপ ব্যবহার নিয়ে অতিরিক্ত আতঙ্কের প্রয়োজন নেই। তবে সরাসরি পেট বা শরীরের উপর রেখে দীর্ঘসময় কাজ না করাই ভালো। বিশেষ করে গরম হয়ে যাওয়া laptop শরীরের সঙ্গে দীর্ঘসময় লাগিয়ে রাখার পরিবর্তে টেবিল ব্যবহার করা একটি সহজ ও বাস্তবসম্মত সতর্কতা। গর্ভবতী নারীর ক্ষেত্রে দীর্ঘসময় একই

সেটিকে সরাসরি মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারের ফল হিসেবে ধরে নেওয়া যায় না। এই পার্থক্য না বুঝলে একটি বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ সহজেই ভয় বা ভুল তথ্যের উৎস হয়ে উঠতে পারে। নিরাপদ ব্যবহারের কয়েকটি সহজ অভ্যাস ল্যাপটপ ব্যবহার বন্ধ করার প্রয়োজন নেই। বরং ব্যবহারের ধরন পরিবর্তন করাই বেশি যুক্তিসঙ্গত। প্রথমত, দীর্ঘসময় সরাসরি কোলে ল্যাপটপ রেখে কাজ না করাই ভালো। Desk- table ব্যবহার করুন। দ্বিতীয়ত, একটানা দীর্ঘসময় বসে না থেকে নিয়মিত বিরতি নিন। উঠে দাঁড়ানো, কয়েক মিনিট হাঁটা বা stretching করার অভ্যাস গড়ে তুলুন। তৃতীয়ত, ঘাড় ও পিঠের উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে এমন pos-

ture এড়িয়ে চলুন। প্রয়োজন হলে external keyboard বা mouse ব্যবহার করে screen-টি উপযুক্ত উচ্চতায় রাখা যেতে পারে। চতুর্থত, পর্যাপ্ত ঘুম, নিয়মিত physical activity এবং balanced diet বজায় রাখুন। পঞ্চমত, ধূমপান, অতিরিক্ত alcohol consumption এবং দীর্ঘদিনের অনিয়মিত ওজনের মতো প্রতিষ্ঠিত ‘স্বাস্থ্যঝুঁকি’গুলোকেও গুরুত্ব দিন। Fertility সমস্যা হলে কী করবেন? কোনো দম্পতি দীর্ঘসময় চেষ্টা করার পরও গর্ভধারণে সমস্যার সম্মুখীন হলে শুধু ল্যাপটপ পকে দায়ী করা উচিত নয়। Fertility

মাইকেল মধুসূদন দত্তের ‘অমিত্রাক্ষর বেদনা’

বীরেন মুখার্জী

সভ্যতার মূল ভাবাদর্শ যেমন রাজা রামমোহন রায় থুহণ করেছিলেন তেমনি একইভাবে সেই আদর্শের সঙ্গে বাঙালী মতাদর্শের সম্মিলনে তিনি ‘বাংলা কাব্যে’ অভাবনীয় যুগান্তর ঘটালেন। হোমার-মিলটন থেকে কাব্যরস সংগ্রহ করে রচনা করলেন বাংলা সাহিত্যে অমর কাব্যকর্ম। আধুনিক বাংলা কাব্য রচনায় ‘অমিত্রাক্ষর ছন্দ’ মাইকেল মধুসূদনের অমর কীর্তি। তার ছন্দ সৃষ্টি শুধু যে ভাষা ও ছন্দের একটা আমূল পরিবর্তনই এনে দিল তা নয়, এই নিমিত্তির সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে গুণ্ডুগেরও অবসান সূচিত হয় বলে কাব্যাবদ্বারার মনে করেন। তিনি ‘থিফ মিথ ও মহাকাব্য এবং ভারতীয় পুরাণের সংমিশ্রণে রচনা করলেন সম্পূর্ণ আধুনিক ধারার মহাকাব্য ‘মেঘনাদবধ’। এই মহাকাব্য কবি প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের সাক্ষ্যবহন করছে। তার অমিত্রাক্ষর ছন্দেরও পূর্ণ পরিণতি ঘটে এই মহাকাব্যের মধ্য দিয়ে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ছন্দমুক্তি নিয়ে কঠোর তপস্যা করছিলেন। ছন্দমুক্তি সম্পর্কে তার দৃঢ়তা ও প্রত্যয় ধরা পড়ে ‘তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে’র উৎসর্গপত্র মঙ্গলাচরণে। নতুন এ ছন্দ ব্যবহারের কৈফিয়ৎ হিসেবে তিনি লেখেন ‘আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হতেছে যে, এমন কোনো চরিতার্থ হবেন।’ আধুনিক কাব্য সাহিত্যের বর্তমানের রূপ-ঐশ্বর্য কবির এই ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতাই সাক্ষ্যবাহী হিসেবে পাঠকের

মতো, মধুসূদন ‘চতুর্দশপদী’ কবিতার প্রবর্তন করেন। এ ছাড়া গীতিকবিতা, প্রব্রকাব্য, নাটক, রোমান্টিকতা, ভাষা ও ছন্দ নির্মাণে তিনি ছিলেন আধুনিক। সাহিত্যজীবনের শুরুতে বিদেশী অর্থাৎ ইংরেজি ভাষার প্রতি তার আগ্রহ তৈরি হলেও মাতৃভাষা বাংলাকেই আকুল আবেগে তিনি জড়িয়ে ধরেছেন। এ ভাষাকে নতুন গতি পথে চালনা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন মাতৃভাষার প্রতি তার মমতা কত গভীরে প্রাণিত। ‘বদ্বভাষা’ শীর্ষক সনেটে তিনি স্বীকার করেছেন ‘মাতৃভাষা রূপ খনি পূর্ণ মনিজালে।’ মধুসূদনের প্রতিটি চতুর্দশপদী মনীষা, তাই দুঃসাধ্য সাধন তার পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল। একটি জাতির ইতিহাসে যখন নতুন যুগের অভ্যুত্থান ঘটে তখন অনেকেই এটি স্বীকার করতে চান না। মাইকেলের ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটেছিল। বিদ্যাসাগর, প্যারীচরণ সরকারের মতো পণ্ডিতরাও প্রথমে ভাষার এ বিপ্লবকে স্বীকার করতে ইতস্তত করেছিলেন। তবে পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ বিশিষ্ট মনীষী মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ-প্রবর্তনের প্রচেষ্টার ব্যাপক প্রশংসা করেন। মধুসূদন সৃষ্ট ‘অমিত্রাক্ষর ছন্দ’র উদ্ভাবনা মধুসূদনের যেমন যশের অধিকারী করেছে, তেমনি বাংলা সাহিত্যে বেজে উঠেছিল ছন্দের এক নতুন অভিযানের দৃন্দুড়ি। কবি সমালোচক বৃন্দদের বসু লিখেছিলেন “মাইকেলের যতি স্থাপনের বৈচিত্র্যই বাংলা-ছন্দের ভূত-ঝাঁড়ানো জাদুমন্ত্র। কী অসহ্য হৃদিতার্পণ করেছ, তেমন বাংলা সাহিত্যে বেজে উঠেছিল ছন্দের যতিগাছ-যতির উর্মিলতা। যতিগাছের এ বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গৈই যে ছন্দের প্রবহমানতা এসে অন্তহীন সভ্যতার দুয়ার খুলে দিল।” অমিত্রাক্ষর ছন্দের

বিতরি/ভাবের সংসারে তার সুবর্ণ কিরণ।’ এই কবিতার প্রথম সর্গ আধুনিক কাব্য সমালোচকেরা ‘কবিতার সংজ্ঞা’ হিসেবে উল্লেখ করেন। তবে নির্দিয়ায় বলা যায়, মধুসূদন দত্ত বাংলা কবিতাকে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছেন। ‘একই সঙ্গে তিনি ধ্বংসী ও আধুনিক ধারার কাব্যচর্চা করেছেন। এই ধ্বংসী আধুনিকতার সব রকম বৈশিষ্ট্যই যেমন মহাকাব্যে, তেমনি তার সনেটগুচ্ছেও অস্তিত্বমান।’ বলা যায় মধুসূদন সৃষ্ট সব সাহিত্যিকমহি আধুনিক। মধ্যযুগের বাংলা পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দের শৃংখলে বন্দী বাংলা কবিতাকে মুক্ত করে তার উপর অমিত্রাক্ষরের বন্যাপ্রবাহ ছিল যেমন কবির নতুন সৃষ্টি, তেমনি সব ধরনের ‘সাম্প্রদায়িকতা ও অপশক্তির বিরুদ্ধে তার শক্ত ব্যবস্থান নির্ণয় করা যায়, ‘বুড়ো শালিগের ঘাড় রো’ ইত্যাদি প্রহসনমূলক রচনার মধ্য দিয়ে। অথচ তিনি যখন ‘মেঘনাদবধ’ কাব্যে রাবণের কণ্ঠে যোষণা দেন ‘জন্মভূমি রক্ষাহতু কে ডরে মরিতে?/যে ডরে ভীরা সে মুচ শতধিক শুধু; তখন এ উচারণ শুধু একজন পরাক্রমশালী লঙ্কেশ্বর রাবণের থাকে না হয়ে ওঠে কবির দেশপ্রেমিক ভাগ্য বিড়ম্বিত কবির বাস্তবতা। ১৮২৪ সালের ২৫ জানুয়ারি যশোর জেলার সাগরদাঁড়ী গ্রামে ‘বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগ-প্রবর্তক’ এই কবি জন্মগ্রহণ করেন। আধুনিক ছন্দ সৃষ্টি ছাড়াও অন্তর্জীবন এবং অন্তরঙ্গ ভাবগাতের যে পরিচয় বিধৃত আছে তার সাহিত্যকর্মে, সে জন্যই তিনি সাহিত্যের আকাশে চিরদিন জেগে থাকবেন।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধে বর্ণিত বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

অসমের কৃষিক্ষেত থেকে লে’জের প্যাকেট: ৭৭৮ কোটি টাকার বিনিয়োগে কর্মসংস্থানের বার্তা হিমন্তের

গুয়াহাটি, ২৯ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): অসমে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির কথা তুলে ধরে ৭৭৮ কোটি টাকার বিনিয়োগের প্রসঙ্গ সামনে আনলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন, এই ধরনের বিনিয়োগে স্থানীয় কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করার পাশাপাশি অসমে উৎপাদিত পণ্যকে রাজ্যের সীমানার বাইরে বৃহত্তর বাজারে পৌঁছে দিতে সাহায্য করছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ‘এক্স’-এ দেওয়া এক পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “এটি সুযোগের সঙ্গে বৃদ্ধি৭৭৮ কোটি টাকার বিনিয়োগ, আরও স্থানীয়

কর্মসংস্থানের সুযোগ।” কৃষি ও শিল্পের মধ্যে সংযোগের বিষয়টি তুলে ধরে তিনি বলেন, অসমের লে’জের প্যাকেট পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়াটিই রাজ্যে তৈরি হওয়া অর্থনৈতিক সুযোগের উদাহরণ। হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, “আমাদের জমিতে উৎপাদিত আলু থেকে আপনার তাকের লে’জের প্যাকেটএটাই সুযোগের ছবি। অসমে তৈরি হয়ে অসমের সীমানা পেরিয়ে পৌঁছে যাচ্ছে।”

মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যে স্থানীয় উৎপাদন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা এবং কৃষিপণ্যকে বৃহৎ

পরিসরের প্রক্রিয়াকরণ ও উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করার ওপর রাজ্য সরকারের গুরুত্বের বিষয়টি উঠে এসেছে। অসমে বেসরকারি বিনিয়োগে আকর্ষণ এবং প্রচলিত ক্ষেত্রের বাইরে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোর প্রচেষ্টার প্রেক্ষাপটেও ৭৭৮ কোটি টাকার এই বিনিয়োগকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। রাজ্য সরকার উৎপাদন, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, পরিকাঠা,মোসহ বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে অসমকে বিনিয়োগের সম্ভাবনাময় গন্তব্য হিসেবে তুলে ধরছে। কৃষকদের উৎপাদনকে সংগঠিত খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও ভোক্তা

পণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করলে রাজ্যের ভিতরেই পণ্যের মূল্য সংযোজনের সুযোগ বাড়তে পারে।একইসঙ্গে স্থানীয় কৃষি পণ্য বৃহত্তর বাজারে পৌঁছানোর পথও তৈরি হতে পারে।লে’জের উদাহরণ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মূলত স্থানীয় কৃষিপণ্যকে কীভাবে ব্র্যান্ডেড ভোক্তা পণ্যে রূপান্তর করা যায়, সেই বৃহত্তর অর্থনৈতিক সম্ভাবনার কথাই তুলে ধরছেন। এর সঙ্গে কৃষিকাজ, সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, প্যাকেজিং, পরিবহণ ও খুচরো বিক্রির মতো একাধিক স্তরে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হতে পারে।

সামাজিক মাধ্যমে মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে উপনির্বাচনের আসন জিতেছিল বিরোধীরা: মেঘালয়ের উপমুখ্যমন্ত্রী

শিলং, ২৯ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): আসম শিলং লোকসভা উপনির্বাচনের প্রচারে বিরোধী দল ভয়েস অব দ্য পিপল পার্টি (ভিপিপি)-র বিরুদ্ধে সামাজিক মাধ্যমে বিাস্ত্রিকর প্রচার চালানোর অভিযোগ তুললেন মেঘালয়ের উপমুখ্যমন্ত্রী তথা ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি)-র রাজ্য সভাপতি প্রেস্টোন টাইনসং। একইসঙ্গে খাসি হিলস অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (কেএইচএডিসি)-এ ভিপিপির কাজের হিসাবও দাবি করেন তিনি।সোমবার পহির্নর্সলা রুকের ওয়াহলিংখাট গ্রামে একটি নির্বাচনী সভায় টাইনসং বলেন, ২০২৪ সালের

লোকসভা নির্বাচন এবং ২০২৫ সালের অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল নির্বাচনে দলের পরাজয় নিয়ে এনপিপি পর্যালোচনা করেছে। তাঁর দাবি, সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া বিজ্ঞপ্তি দাবি ও বক্তব্য ভোটারদের প্রভাবিত করেছিল। ভিপিপি-নিয়ন্ত্রিত কেএইচএডিসির প্রসঙ্গে টাইনসং বলেন, জনগণ তাদের পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়ার পর জেলা পরিষদে কী পরিবর্তন এসেছে, তার জবাব তাদের জনগণের সামনে দিতে হবে তিনি ভিপিপির ভূমি আইন সংশোধনের প্রচেষ্টারও সমালোচনা করেন। তাঁর বক্তব্য, প্রস্তাবিত পরিবর্তনগুলি ভরবার ষং, ভরবার রেইড এবং ভরবার হিমার

মতো ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা ও ক্ষমতার ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। সংশোধনীটি রাজ্যপাল চন্দ্রশেখর এইচ. বিজয়শঙ্করের কাছে ফেরত পাঠানো হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। শিলং লোকসভা আসনটি ২০২৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি ভিপিপি সাংসদ রিকি আন্ড্রু জোঙ্গ সিক্কেনের মৃত্যুর পর শূন্য হয়। শিলংয়ে ফুটসাল খেলার সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়।মেঘালয়ে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়া চলায় নির্বাচন কমিশন এখনও উপনির্বাচনের ভোট থইথের দিন ঘোষণা

করেনি।শিলং আসনের জন্য এনপিপি খাসি অধর্ষ সোসাইটির সভাপতি এবং নর্থ-ইস্টার্ন হিল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ডি.আর.এল. নংলাইটকে প্রার্থী করেছে। অন্যদিকে ভিপিপি প্রার্থী করেছে অধ্যাপক বাটপকো মিরবোহক। টাইনসং ভোটারদের সামাজিক মাধ্যমের প্রচারের পরিবর্তে রাজনৈতিক দলগুলির কাজকর্ম বিচার করার আহ্বান জানান। শিলং লোকসভা আসন পুনরঙ্কারে এনপিপি যখন প্রচার জোরদার করছে, তখন তাঁর এই মন্তব্য রাজনৈতিক কড়াচো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

ইন্দো-প্যাসিফিকের নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে ভারত-আমেরিকা আলোচনা, প্রতিরক্ষা সহযোগিতা আরও গভীর করার উদ্যোগ

নয়াদিল্লি, ২৯ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের পরিবর্তিত নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে মতবিনিময়ের পাশাপাশি দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা সহযোগিতা আরও গভীর করার উদ্য নিয়ে আলোচনা করছে ভারত ও আমেরিকা। সোমবার নয়াদিল্লিতে ভারতীয় সেনাপ্রধান জেনারেল ধীরজ শেঠ এবং মার্কিন সেনাবাহিনীর প্যাসিফিক কমান্ডের (ইউএসএআরপিএসি) ডেপুটি কমান্ডিং জেনারেল লেক্সেনোন্ট জেনারেল জোয়েল বি. ভাওয়ালের মধ্যে বৈঠকে এই

বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকের পর মঙ্গলবার ভারতীয় প্রতিরক্ষাতিকে আরও স্পষ্ট করেছে সামরিক কর্মকর্তা ইন্দো-প্যাসিফিকের পরিবর্তিত নিরাপত্তা পরিস্থিতি এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা সহযোগিতা এগিয়ে নেওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেছেন।যৌথ প্রশিক্ষণ ও সামরিক মহড়া’র মাধ্যমে দুই দেশের বাহিনীর পারস্পরিক কার্যক্ষমতা আরও বাড়ানোর বিষয়েও আলোচনা হয়। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ‘যুদ্ধ অভ্যাস ২০২৬’মহড়ার সফল ফলাফল যৌথ অভিযানে দুই

দেশের বাহিনীর সমন্বয় এবং সামরিক সহযোগিতা জোরদারের প্রতিক্রমিতিকে আরও স্পষ্ট করেছে বলে ভারতীয় সেনার তরফে জানানো হয়েছে। এর আগে সোমবার প্রতিরক্ষা সচিব রাজেশ কুমার সিং মার্কিন কংগ্রেসের দ্বিলীয় প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক করেন। প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে ছিলেন মার্কিন হাউস ফরেন অ্যাফেয়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান ব্রায়ান মাস্ট। ভারত-মার্কিন ‘কমপ্রিহেনসিভ গ্লোবাল স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ’ আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি প্রতিরক্ষা শিল্প ও

প্রযুক্তিগত সহযোগিতা নিয়ে চলেছে আলোচনা হয়। গত সপ্তাহে ‘যুদ্ধ অভ্যাস ২০২৬’ মহড়ায় ভারতীয় ও মার্কিন সেনার সদস্যরা বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম ও পরিস্থিতিতে একসঙ্গে প্রশিক্ষণ নেন। এর মাধ্যমে দুই বাহিনীর পারস্পরিক কার্যক্ষমতা এবং একে অপরের কৌশল ও পদ্ধতি সম্পর্কে বোঝাপড়া আরও বাড়ে। রাজস্থানের মহারান কিন্তু ফ্যারিং রেঞ্জে মহড়া প্রত্যক্ষ করার পর ভারত-মার্কিন ‘কমপ্রিহেনসিভ গ্লোবাল স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ’ আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি প্রতিরক্ষা শিল্প ও

দুর্গাপুজোর নামে দুর্নীতি বরদাস্ত নয় কড়া বার্তা বাংলার মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ২৯ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): দুর্গাপুজোর নামে কোনও ধরনের দুর্নীতি বরদাস্ত করা হবে না বলে কড়া বার্তা দিলেন পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ক’রে অনিয়মে জড়ানো গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। প্রাক্তন রাজ্য মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন ও তাঁর সঙ্গে যুক্তদের একাধিক ঠিকানায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-র তল্লাশির কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এই মন্তব্য করেন তিনি। মঙ্গলবার মেদিনীপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে

দিলীপ ঘোষ বলেন, অভিযোগ পেলেই দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। দুর্গাপুজোর নামে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ ক’রে অনিয়মে জড়ানো বেআইনি বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

মঙ্গলবার সকালে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগের তদন্তে ইডি মোট ১৫টি জায়গায় তল্লাশি চালায়। তদন্তকারীদের অভিযোগ, ইন্দ্রনীল সেনের স্ত্রী পরিচালিত ‘মহানির্বাণ রোড মাস আর্ট সোসাইটি’ নামে

একটি সংগঠন ইউনেক্সের সঙ্গে চলেছে এবং সময়ের সঙ্গে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জেড-প্লাস নিরাপত্তা পুনর্বহালের আদেশন প্রসঙ্গেও মন্তব্য করেন রাজ্যের মন্ত্রী। তাঁর প্রশ্ন, বাংলায় কারও জেড-প্লাস নিরাপত্তার প্রয়োজন নেই, তাহলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কেন সেই নিরাপত্তা দেওয়া হবে।

দুর্গাপুজোর নামে দুর্নীতি বরদাস্ত নয় কড়া বার্তা বাংলার মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ২৯ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): দুর্গাপুজোর নামে কোনও ধরনের দুর্নীতি বরদাস্ত করা হবে না বলে কড়া বার্তা দিলেন পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ক’রে অনিয়মে জড়ানো গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। প্রাক্তন রাজ্য মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন ও তাঁর সঙ্গে যুক্তদের একাধিক ঠিকানায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-র তল্লাশির কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এই মন্তব্য করেন তিনি। মঙ্গলবার মেদিনীপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে

দিলীপ ঘোষ বলেন, অভিযোগ পেলেই দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। দুর্গাপুজোর নামে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ ক’রে অনিয়মে জড়ানো বেআইনি বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

মঙ্গলবার সকালে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগের তদন্তে ইডি মোট ১৫টি জায়গায় তল্লাশি চালায়। তদন্তকারীদের অভিযোগ, ইন্দ্রনীল সেনের স্ত্রী পরিচালিত ‘মহানির্বাণ রোড মাস আর্ট সোসাইটি’ নামে

একটি সংগঠন ইউনেক্সের সঙ্গে চলেছে এবং সময়ের সঙ্গে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জেড-প্লাস নিরাপত্তা পুনর্বহালের আদেশন প্রসঙ্গেও মন্তব্য করেন রাজ্যের মন্ত্রী। তাঁর প্রশ্ন, বাংলায় কারও জেড-প্লাস নিরাপত্তার প্রয়োজন নেই, তাহলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কেন সেই নিরাপত্তা দেওয়া হবে।

আত্মনির্ভর নাগাল্যান্ড গড়তে যুবসমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান রাজ্যপাল যাদবের

কোহিমা, ২৯ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): নাগাল্যান্ডের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সেরক্ষণের পাশাপাশি আত্মনির্ভর নাগাল্যান্ড গড়ে তুলতে যুবসমাজকে দক্ষতা অর্জন, উদ্যোগী মনোভাব এবং সৃজনশীলতার মাধ্যমে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানলেন রাজ্যপাল নন্দ কিশোর যাদব।

মঙ্গলবার কোহিমার ইন্দিরা গান্ধী স্টেডিয়ামে আয়োজিত স্টেট মেডেল ইয়ুথ ফেস্টিভ্যাল ২০২৬-এ বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যপাল বলেন, লোকগান, লোকনৃত্য এবং ঐতিহ্যবাহী শিল্পকলার মধ্যে একটি রাজ্যের পরিচয়, ইতিহাস ও সম্মিলিত ঐতিহ্য প্রতিফলিত হয়। অসুস্থতার মধ্যেও জেলার যুবকদের প্রতিভা ও পরিশ্রমের প্রশংসা করে তিনি বলেন, যুব উৎসব শুধুমাত্র প্রতিযোগিতার মঞ্চ নয়। এটি শেখা, মতবিনিময়, সৃজনশীলতা এবং ব্যক্তিগত বিকাশের সুযোগও

রাজ্যপাল বলেন, প্রতিভার সঙ্গে জ্ঞান, ব্যবহারিক দক্ষতা, শৃঙ্খলা এবং নিয়মিত শেখার মানসিকতার সমন্বয় প্রয়োজন। সরকারি চাকরি প্রত্যেক যুবকের কর্মসংস্থানের সমস্ত প্রত্যাশা পূরণ করতে পারে না বলেও তিনি উল্লেখ করেন। যুবকদের ডিজিটাল প্রযুক্তি, উদ্যোগপতি হওয়া, কৃষি, পর্যটন, হস্তশিল্প, সৃজনশীল শিল্প এবং নতুন উদ্যোগন ক্ষেত্রে সুযোগ খোঁজার পরামর্শ দেন তিনি। দক্ষতা, অধ্যবসায়, আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং উদ্যোগী মনোভাবের মাধ্যমে নাগাল্যান্ডের যুবসমাজ রাজ্যের অর্থনৈতিক ‘স্মার্টিভ’র তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে বলে জানান রাজ্যপাল। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন জেলার যুবকদের প্রতিভা ও পরিশ্রমের প্রশংসা করে তিনি বলেন, যুব উৎসব শুধুমাত্র প্রতিযোগিতার মঞ্চ নয়। এটি শেখা, মতবিনিময়, সৃজনশীলতা এবং ব্যক্তিগত বিকাশের সুযোগও

রাজ্যপাল বলেন, প্রতিভার সঙ্গে জ্ঞান, ব্যবহারিক দক্ষতা, শৃঙ্খলা এবং নিয়মিত শেখার মানসিকতার সমন্বয় প্রয়োজন। সরকারি চাকরি প্রত্যেক যুবকের কর্মসংস্থানের সমস্ত প্রত্যাশা পূরণ করতে পারে না বলেও তিনি উল্লেখ করেন। যুবকদের ডিজিটাল প্রযুক্তি, উদ্যোগপতি হওয়া, কৃষি, পর্যটন, হস্তশিল্প, সৃজনশীল শিল্প এবং নতুন উদ্যোগন ক্ষেত্রে সুযোগ খোঁজার পরামর্শ দেন তিনি। দক্ষতা, অধ্যবসায়, আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং উদ্যোগী মনোভাবের মাধ্যমে নাগাল্যান্ডের যুবসমাজ রাজ্যের অর্থনৈতিক ‘স্মার্টিভ’র তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে বলে জানান রাজ্যপাল। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন জেলার যুবকদের প্রতিভা ও পরিশ্রমের প্রশংসা করে তিনি বলেন, যুব উৎসব শুধুমাত্র প্রতিযোগিতার মঞ্চ নয়। এটি শেখা, মতবিনিময়, সৃজনশীলতা এবং ব্যক্তিগত বিকাশের সুযোগও

তৈরি করে। বিভিন্ন জেলার অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে তোলা এবং একে অপরের সংস্কৃতি ও প্রতিভার বোঝার ওপর গুরুত্ব দিয়ে রাজ্যপাল বলেন, ‘স্কিল-বেসড ইকোনমিক সাসটেন্যান্স ইনিশিয়েটিভ অব আইজি অ্যাকাডেমি স্টুডেন্টস’-এরও প্রশংসা করেন রাজ্যপাল। বিশেষ করে স্টেট স্পোর্টস অ্যাকাডেমির পড়ুয়াদের হাতে তৈরি পণ্য ও সৃজনশীল কাজের প্রদর্শনী’র কথা উল্লেখ করেন তিনি। খেলাধুলা শৃঙ্খলা, দলগত কাজ, অধ্যবসায় ও নেতৃত্বের গুণ শেখায় উল্লেখ করে রাজ্যপাল খেলোয়াড়দের মাঠের বাইরেও অতিরিক্ত দক্ষতা খোঁজার আহ্বান পরামর্শ দেন। ডিক্লেমেশন, কবিতা লেখা ও ছবি আঁকার প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া যুবকদের বেশি করে পড়াশোনা, ধাকা, সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা

সৌদি আরব ভারতের বিশ্বস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত অংশীদার: নির্মলা সীতারমন

দোহা, ২৯ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): সৌদি আরবকে ভারতের বিশ্বস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত অংশীদার হিসেবে উল্লেখ করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তা, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, জ্বালানি, প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং দুই দেশের মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারত-সৌদি সম্পর্কের বিস্তৃত পরিসরকে তুলে ধরেন তিনি।

দোহায় অনুষ্ঠিত ‘এআইআইবি ২০২৬ বার্ষিক বৈঠক’-এর ফাঁকে সৌদি আরবের অর্থমন্ত্রী মোহাম্মদ আল-জাদানের সঙ্গে বৈঠক করেন সীতারমন। ভারতের অর্থনৈতিক কর্মক্ষমতা এবং উন্নতিশীল বিনিয়োগ পরিবেশের জন্য তিনি

ভারতীয় অর্থমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানান এবং সৌদি অর্থনীতির বিষয়ে তাঁর মতামত তুলে ধরেন। দুই মন্ত্রী ভারত-সৌদি দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ চুক্তি বা বিআইটি-র আলোচনা সফলভাবে শেষ হওয়ার বিষয়টিকে স্বাগত জানান। অর্থ মন্ত্রকের বক্তব্য অনুযায়ী, এই চুক্তি দুই দেশের বিনিয়োগের জন্য আরও শক্তিশালী ও পূর্বানুমানযোগ্য কাঠামো তৈরি করবে এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা বাড়াতে সহায়তা করবে। আল-জাদান চুক্তির দ্রুত বাস্তবায়নের বিষয়ে সৌদি আরবের আগ্রহের কথা জানান। একইসঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সৌদি আরবের সফরের সময় ব্যক্ত করা দুই দেশের কৌশলগত অংশীদারিত্ব

আরও শক্তিশালী করার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েও আলোচনা হয়। সুইজারল্যান্ডের এআইআইবি গভর্নর বাস্তুদূত পিয়েরো লাজারির সঙ্গেও বৈঠক করেন সীতারমন। তিনি বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য ন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফান্ডকে একটি নির্ভরযোগ্য অংশীদার হিসেবে তুলে ধরেন এবং ভারতীয় পরিকাঠা’র ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে সুইদ বিনিয়োগকারীদের আহ্বান জানান।

সীতারমন গিফট আইএফএসসি-তে বিনিয়োগের সম্ভাবনাও তুলে ধরেন। সেখানে আর্থিক পরিষেবা, কর সুবিধা এবং ব্যবসাবান্ধব পরিবেশের

কাছ উল্লেখ করেন তিনি। নেপালের অর্থমন্ত্রী স্বর্ধম ওয়ালগলের সঙ্গেও বৈঠক করেন সীতারমন। বৈঠকে বন্য়ার পর নেপালের পুনর্গঠন ও পুনরুদ্ধারের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা হয়। প্রয়োজনীয় সহায়তা নিয়ে দুই দেশের সংশ্লিষ্ট দলগুলির মধ্যে আরও আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়। দুই মন্ত্রী আগের নয়াদিল্লি বৈঠকে নেওয়া প্রকল্পগুলির অগ্রগতি ও পর্যালোচনা ক’রেন। ভারত-নেপাল ইডিপিআই-এ এনপিআই সংযোগ দ্রুত চালু ও ব্যবহার করার বিষয়েও আলোচনা হয়।

খার্গের দাবি, ‘কেন্দ্রীয় সরকারের হাতের পুতুল’ হয়ে গিয়েছেন সিইসি, অবিলম্বে অপসারণের দাবি

নয়াদিল্লি, ২৯ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমারকে অবিলম্বে পদ থেকে সরানোর দাবি জানালেন কংগ্রেস সভাপতি মঞ্জিকার্জুন খার্গে। বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) নিয়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি অভিযোগ করেন, সিইসি কেন্দ্রীয় সরকারের ‘হাতের পুতুল’ে পরিণত হয়েছেন। খার্গে বলেন, জ্ঞানেশ কুমারের আর ওই পদে থাকার কোনও অধিকার নেই এবং তাঁকে অবিলম্বে অপসারণ করা উচিত। তাঁর অভিযোগ, ভোটার তালিকায় পরিবর্তনের মাধ্যমে মানুষের ভোটাধিকারকে খর্ব করা হচ্ছে। কংগ্রেস সভাপতির দাবি, গত ১২ বছর ধরে মোদি সরকারের আমলে দেশের গণতন্ত্রের ভিত্তিকে পরিকল্পিতভাবে দুর্বল করা

হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, ষড়যন্ত্র করে ভোটার তালিকা থেকে মানুষের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে এবং নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। খার্গে বলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় কংগ্রেস যেমন গণতন্ত্র ও সংবিধান রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছিল, আজও দলকে সেই দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। তিনি ভোটাধিকারকে গণতন্ত্রের অন্যতম মৌলিক ভিত্তি হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি অভিযোগ করেন, বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে ভোটারদের নাম ইচ্ছামতো বাদ দেওয়া হচ্ছে। তাঁর দাবি, নির্বাচন প্রক্রিয়ার দায়িত্বে থাকা প্রতিষ্ঠানগুলির নিরপেক্ষতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে তা গণতন্ত্রের জন্য উদ্বেগের বিষয়। ভোটার তালিকায় অনিয়মের অভিযোগে তুলে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল

গান্ধীর ভূমিকার প্রশংসাও করেন খার্গে। তিনি বলেন, রাহুল গান্ধী যে বিষয়গুলি তুলে ধরছেনএকই ভোটারের একাধিক নাম, সন্দেহজনক ঠিকানা, একই ঠিকানায় বিপুল সংখ্যক ভোটার এবং ফর্ম-৬ সংক্রান্ত বিষয়সেগুলি নিয়ে নির্বাচন দায়িত্ব গুরুত্ব দিয়ে ব্যবস্থা নিলে পরিস্থিতি অন্যরকম হতে পারত। খার্গে আরও অভিযোগ করেন, নির্বাচন কমিশনের দুই কমিশনার সিইসির কিছু পদক্ষেপকে ‘স্বেচ্ছাচারী ও অন্যায্য’ বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর প্রশ্ন, এসআইআর সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত কীভাবে নেওয়া হল এবং নির্বাচন কমিশনের অভ্যন্তরীণ পোটাল থেকে দুই নির্বাচন কমিশনারকে কেন বাদ দেওয়া হয়েছিল। ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে কংগ্রেস পাঁচটি দাবি জানিয়েছে। প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ভোটার তালিকা পরিবর্তনের

সম্পূর্ণ তথ্য প্রকাশ, বাদ পড়া ভোটারদের বিস্তারিত তথ্য ও আপিলের সুযোগ, রাজনৈতিক দলগুলিকে সময়মতো ভোটার তালিকা ও সংশ্লিষ্ট তথ্য সরবরাহ, গুরুতর অনিয়মের ক্ষেত্রে স্বাধীন ও দ্রুত তদন্ত এবং নির্বাচন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও সিদ্ধান্তে আরও স্বচ্ছতাএই দাবিগুলি জানানো হয়ে আছে। খার্গে বলেন, বিষয়টি কোনও একটি নির্বাচনে জয়-পরাজয়ের লড়াই নয়। তাঁর বক্তব্য, নির্বাচন আসবে-যাবে, সরকার বদলাবে, কিন্তু গণতন্ত্র ও সর্বিধাশ্রয়ী প্রত্যেক যোগ্য নাগরিকের ভোট সুক্ষিচিত রাখা এবং নির্বাচন প্রক্রিয়ার প্রতি মানুষের আস্থা বজায় রাখা জরুরি। তিনি কংগ্রেস নেতা-কর্মীদের ভোটার তালিকার স্বচ্ছতা, নির্বাচনের নিরপেক্ষতা এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাধীনতা রক্ষায় কাজ করার আহ্বান জানান।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

শুষ্ক ত্বকে পারফিউম ব্যবহার করলে অনেকক্ষণ সুগন্ধি থাকে

পারফিউম বা সুগন্ধি মাখতে কে না ভালোবাসেন! একটি ভালো গন্ধ নিমেষেই মন ভালো করে দেয়, পাশাপাশি আত্মবিশ্বাসও অনেকটা বাড়িয়ে দেয়। অনেকেই আছেন যারা বাড়ি থেকে বেরনোর সময় খুব যত্ন করে দামি পারফিউম মাখেন। কিন্তু অফিসে বা গন্তব্যে পৌঁছতে না পৌঁছতেই দেখা যায় সব গন্ধ উধাও!

কখনও ভেবে দেখেছেন এমনটা কেন হয়? আসলে পারফিউম মাখার সময় অজান্তেই এমন কিছু সাধারণ ভুল হয়ে যায়, যার কারণে সুগন্ধ বেশিক্ষণ টেকে না। একটি নিয়ম মেনে এটি ব্যবহার করলে দিনভর তরতাজা থাকা যায়।

গুন্ধ ত্বকে স্প্রে করা— অনেকেই আছেন যারা সরাসরি শুকনো ত্বকের ওপর পারফিউম স্প্রে করেন। এর ফলে গন্ধ খুব তাড়াতাড়ি উড়ে যায়। তাই সুগন্ধি স্প্রে করার আগে ত্বকে একটু ময়েশ্চারাইজার বা পেট্রোলিয়াম

জেলি মেখে নেওয়া উচিত। তারপর স্প্রে করতে হবে। এতে গন্ধ দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হয়। **জামাকাপড়ের ওপর পারফিউম মাখা**— আরও একটি সাধারণ ভুল হল জামাকাপড়ের ওপর অনেকটা পারফিউম স্প্রে করা। এতে জামাকাপড় দ্রুত নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আর যদি কাপড়ে স্প্রে করতেই হয়, তবে অন্তত ৬ থেকে ৮ ইঞ্চি দূর থেকে করা উচিত। বিশেষজ্ঞদের মতে, ত্বকের ওপর হালকা করে স্প্রে করা বেশি ভালো। কারণ এটি ত্বকের সংস্পর্শে এলে শরীরের স্বাভাবিক গরমে এর সুগন্ধ বেশি সময় ধরে ছড়ায়।

অতিরিক্ত ঘামের ওপর ব্যবহার করা— ঘামের দুর্গন্ধ ঢাকতে অনেকেই ঘেমে থাকা অবস্থায় পারফিউম ব্যবহার করেন। এই ভুলটি কখনও করা উচিত নয়। কারণ অতিরিক্ত ঘামের সঙ্গে পারফিউমের গন্ধ মিশে গেলে একটা ভীষণ বিদঘুটে দুর্গন্ধ তৈরি



হয়। যা চারপাশের মানুষের জন্য বেশ অস্বস্তিকর হতে পারে। **ভিজে গায়ে সুগন্ধি মাখা**— স্নান করেই ভিজে গায়ে সুগন্ধি মেখে নেওয়ার অভ্যাস অনেকেরই আছে। এটাও কিন্তু একদম ঠিক নয়। স্নানের পর শরীর ভালোভাবে মুছে নেওয়া প্রয়োজন। ত্বক যখন হালকা ভিজে থাকবে, তখন ময়েশ্চারাইজার মেখে তার ওপর পারফিউম স্প্রে করা সবচেয়ে ভালো উপায়। ত্বক আর্দ্র থাকলে সুগন্ধ বেশি সময় ধরে আটকে থাকে।

দুই কবজি একসঙ্গে ঘষা— সবচেয়ে

বড় ভুলটা এখানেই হয়ে যায়। পারফিউম মাখার পর অনেকেই দুই হাতের কবজি একসঙ্গে ঘষতে শুরু করেন। এটা একেবারেই উচিত নয়। এতে পারফিউমের অণুগুলো ভেঙে যায় এবং সুগন্ধ দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। তাই স্প্রে করার পর ঘষা উচিত নয়, এমনি শুকাতে দেওয়া ভালো। এই ছোট ছোট নিয়মগুলো মাথায় রাখলেই পারফিউমের সুগন্ধ সারাদিন আপনার সঙ্গে থাকবে। তাহলে পরের বার সুগন্ধি মাখার সময় এই ভুলগুলো এড়িয়ে চলতে ভুলবেন না যেন!

সোমবারেই কেন ঘটে হার্ট অ্যাটাক



ছুটির মেজাজে কেটেছে উইকএন্ড। সোমবার আবার সেই কাজের চাপ, ট্রাফিক, ব্যস্ত রুটিন গুর। সপ্তাহের গুরত্বেই যেন হিমশিম খেয়ে যেতে হবে। তবে এতে শুধুই যে মানসিক চাপ বাড়বে, তা নয়। এই স্ট্রেস ডেকে আনতে পারে হৃদরোগের ঝুঁকিও। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, সপ্তাহের অন্যান্য দিনের তুলনায় সোমবারই ‘ম্যাসিভ’ হার্ট অ্যাটাক বেশি হয়। আর একে বলা হচ্ছে ‘মানডে এফেক্ট’। কেন বাড়ছে সোমবারে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি? কার্ডিওলজিস্ট হাসমুখ গুজর জানিয়েছেন, প্রথম কয়েক ঘণ্টায় মানুষের শরীরের রক্তচাপ,

হৃদস্পন্দন এবং রক্ত জমাট বাঁধার প্রবণতা স্বাভাবিক ভাবেই কিছুটা বেশি থাকে। শনি-রবি ছুটি কাটিয়ে সোমবার কাজে ফেরার মানসিক চাপ, কাজে যাওয়ার দৃষ্টিচাপ বা পুরো সপ্তাহের ব্যস্ততার চিন্তাও তার সঙ্গে যুক্ত হয়। আর এই অতিরিক্ত চাপই হৃদরোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সোমবার সকালে কাজের চাপের পাশাপাশি উইকএন্ডের অনিয়মও হার্ট অ্যাটাকের অন্যতম কারণ। ছুটির দিন বলে অনেকেই দেরিতে ঘুমান, বেশি ক্যালোরি যুক্ত খাবার খান, মদ্যপান করেন কিংবা কেউ কেউ অতিরিক্ত ওয়ার্কআউট করেন। এই অনিয়মের জেওে শরীরে স্ট্রেস হরমোনের মাত্রা

বাড়ে এবং হৃদরোগের ঝুঁকি তৈরি হয়। কাদের মধ্যে ‘মানডে এফেক্ট’-এর ঝুঁকি বেশি? হার্ট অ্যাটাক বলে-কয়ে আসে না। তাই সোমবার মানে যে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বেশি, এমনটা নয়। তবে যে সব ব্যক্তির উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবিটিস, উচ্চ কোলেস্টেরল রয়েছে কিংবা ওবেসিটিতে ভুগছেন এবং ধূমপানের অভ্যাস রয়েছে, তাঁদের মধ্যে হার্ট অ্যাটাক ঝুঁকি তুলনায় বেশি। তা ছাড়া যে সব ব্যক্তি বৃহ বছর ধরে হৃদরোগে আক্রান্ত বা ধমনীতে রক্তেজ রয়েছে, তাঁদের মধ্যেও হার্ট অ্যাটাক ঝুঁকি বেশি। কী ভাবে এড়াবেন হৃদরোগের ঝুঁকি? উইকএন্ড বলে শরীরের সঙ্গে অনিয়ম করলে চলবে না। মদ্যপান ও ধূমপান এড়িয়ে চলুন। ছুটির দিন হলেও হালকা শরীরচর্চা করুন। মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা চেষ্টা করুন। মেডিকেশন চললে ওষুধ খেতে ভুলবেন না। রক্তচাপ বা ডায়াবিটিসের সমস্যায় ভুগলে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান।

১. ‘মানডে এফেক্ট’ কী?

সপ্তাহের অন্য দিনের তুলনায় সোমবার হার্ট অ্যাটাকের ঘটনা বেশি দেখা যাওয়ার প্রবণতাকে ‘মানডে এফেক্ট’ বলা হয়। ২. সোমবার হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কেন বাড়তে পারে? সপ্তাহের রুটিনে ফেরার চাপ, ঘুমের পরিবর্তন ও সপ্তাহান্তের অনিয়মসহ বিভিন্ন কারণ ভূমিকা রাখতে পারে। তবে নির্দিষ্ট কারণ এখনও পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত নয়। ৩. কারা বেশি ঝুঁকিতে? উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবিটিস, উচ্চ কোলেস্টেরল, স্থূলতা বা ধূমপানের মতো ঝুঁকি থাকলে হৃদরোগের সম্ভাবনা বেশি। ৪. সপ্তাহান্তে কী ভাবে হৃদযন্ত্রের ঝড় নেবেন? ঘুম ও খাবারের রুটিন বজায় রাখুন, ধূমপান-মদ্যপান এড়িয়ে চলুন এবং নিয়মিত হালকা শরীরচর্চা করুন। ৫. সোমবার মানেই কি হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বেশি? না। গবেষণায় সোমবারের সঙ্গে কিছুটা বেশি ঘটনার সম্পর্ক পাওয়া গেলেও এর অর্থ সোমবার প্রত্যেকের ঝুঁকি বেশি এমন নয়।

পুজো হোক বা বিয়েবাড়ি কালেকশনে থাকুক মুগা সিল্ক

সামনে পুজো। তার পরেই শুরু হয়ে যাবে বিয়েবাড়ির মরশুম। তাই এই সুযোগে কয়েকটি ভালো শাড়ি কিনে রাখতে পারেন। আর ভালো শাড়ির কথা উঠলে সিল্কে টেক্সা দেওয়া কটিন। সিল্কের নানা ধরনের শাড়ির মধ্যে নিজের কালেকশনে অন্তত একটি মুগা সিল্ক রাখতে পারেন।

মুগা সিল্ক অসমের ঐতিহ্য। ‘আছেরিয়া আসামেনসিস’ নামের রেশম পোকা থেকে তৈরি এই সিল্ক বিশ্বের অন্যতম দামি ও মূল্যবান রেশম হিসেবে পরিচিত। অসমিয়া ভাষায় ‘মুগা’ শব্দের অর্থ হলদেটে। এই নাম থেকেই এসেছে ‘মুগা সিল্ক’ নামটি। খাঁটি মুগা সিল্কের কেনার আগে জেনে নিন এই শাড়ির খুঁটিমটি।

উজ্জ্বল সোনালি রং

মুগা সিল্কের আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো এর স্বাভাবিক সোনালি আভা। মুগা সিল্কের সূতো এমনিতেই উজ্জ্বল সোনালি-হলুদ রঙের হয়। তাই শাড়িতে আলাদা করে সোনালি রং করার প্রয়োজন পড়ে না। সোনালি রঙের সিল্কের শাড়ি পছন্দ হলে মুগা সিল্ক হতে পারে আপনার পছন্দের তালিকায়।

সহজে নষ্ট হয় না

গুধুর নয়, মুগা সিল্কের স্থায়িত্বও এর অন্যতম বিশেষত্ব। ঠিক ভাবে যত্ন নিলে প্রজন্মের পর প্রজন্ম এই শাড়ি ব্যবহার করা যায়। বার বার ব্যবহারের পরেও এর সোনালি আভা দীর্ঘদিন



বজায় থাকে। এমনকি সময়ের সঙ্গে এর সৌন্দর্য আরও বাড়তে পারে।

ফ্যাব্রিক নরম ও আরামদায়ক
খাঁটি মুগা সিল্কের বুনাও বেশ আরামদায়ক। ফ্যাব্রিক নরম হওয়ায় দীর্ঘ সময় ধরে পরে থাকলেও খুব একটা অস্বস্তি হয় না। মুগা সিল্কের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অতিবেগুনি রশ্মি বা ইউভি রশ্মি প্রতিরোধের ক্ষমতার কথাও উল্লেখ করা হয়। নকশায় থাকে অসমের ছাপ, মুগা সিল্কের শাড়ির নকশাতেও রয়েছে অসমের নিজস্ব সংস্কৃতির ছাপ। শাড়িতে দেখা যায় অসমের ঐতিহ্যবাহী জাপি, মিরি গোস, ময়ূর,

প্রজাপতি এবং জাপি-ফুলের মতো নানা মোটিফ। সোনালি জমির উপর লাল ও সবুজ সূতো কাজ শাড়ির সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে দেয়। দাম কত? মুগা সিল্ক সাধারণত হস্তচালিত তাঁতে বোনা হয়। একটি শাড়ির বুনাও কাজ সম্পূর্ণ করতে প্রায় ৭ থেকে ১০ দিন সময় লাগতে পারে। কাজ, বুনাও সিল্কের মানের উপর নির্ভর করে খাঁটি মুগা সিল্কের দাম প্রায় ৯ হাজার টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা বা তারও বেশি হতে পারে। তাই পুজো হোক বা বিয়েবাড়ি ঐতিহ্য, আভিজাত্য এবং স্বাভাবিক সোনালি সৌন্দর্যের মেলবন্ধন চাইলে শাড়ির কালেকশনে একটি মুগা সিল্ক রাখতেই পারেন। ১. মুগা সিল্ক কী

থেকে তৈরি হয়? ‘আছেরিয়া আসামেনসিস’ প্রজাতির রেশম পোকার কোকন থেকে তৈরি হয়। ২. মুগা সিল্কের রং কেমন? এর সূতোর স্বাভাবিক সোনালি-হলুদ রং থাকে। ৩. মুগা সিল্ক কি টেকসই? হ্যাঁ, ঠিক ভাবে যত্ন নিলে এটি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ব্যবহার করা যায়। ৪. মুগা সিল্কের শাড়িতে কী ধরনের নকশা থাকে? জাপি, ময়ূর, প্রজাপতি, মিরি গোস ও জাপি-ফুলের মতো অসমের ঐতিহ্যবাহী মোটিফ থাকে। ৫. মুগা সিল্কের শাড়ির দাম কত? কাজ, বুনাও সিল্কের মান অনুযায়ী দাম প্রায় ৯ হাজার থেকে ১ লক্ষ বা তারও বেশি হতে পারে।

(সতর্কতা- এই প্রতিবেদনে দ্রুত গুজন কমানো নিয়ে কিছু তথ্য এবং পরামর্শের উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এই প্রসঙ্গে কেবল চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ মেনে চলুন) টাইপ-২ ডায়াবেটিসের আগের পর্যায় হলো প্রি-ডায়াবেটিস। একটু সহজভাবে ব্যাখ্যা করতে গেলে, প্রি-ডায়াবেটিস এর অর্থ হলো আপনার রক্তে শর্করার মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি, কিন্তু ওই মাত্রা টাইপ-২ ডায়াবেটিস হিসেবে গণ্য হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

“ডায়াবেটিস ইউকে” নামক যুক্তরাজ্যভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র ক্লিনিক্যাল অ্যাডভাইজার এন্ড্রা ওয়ালডেন এই বিষয়ে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য তথ্য ব্যাখ্যা করেছেন। তার কথায়, “জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনলে বিশেষত খাদ্যাভ্যাসে বদল এনে আপনি শুধু টাইপ-২ ডায়াবেটিস প্রতিরোধই করতে পারবেন না, প্রি-ডায়াবেটিস থেকেও পুরোপুরি মুক্তিও পেতে পারেন।” এন্ড্রা ওয়ালডেন ব্যাখ্যা করেছেন, ‘কোনো কোনো ব্যক্তি যখন জানতে পারেন, তারা প্রি- ডায়াবেটিস পর্যায়ে রয়েছেন, তখন তারা ভাবতে শুরু করেন এইবার টাইপ-২ ডায়াবেটিস হওয়া অবধারিত। তবে অনেকেই এই ঝুঁকি কিন্তু কমানো সম্ভব।’ শতকরা ৫০ ভাগ ক্ষেত্রে সঠিক সাহায্য পেলে টাইপ-২ ডায়াবেটিস প্রতিরোধ করা বা এড়ানো যায়। স্বাস্থ্যকর খাবার, শারীরিক কর্মলাপ বৃদ্ধি করা এবং যদি আপনার ওজন বেশি হয়ে থাকে, তাহলে তা কমানোর মাধ্যমে এমনটা করা সম্ভব।’ প্রি-ডায়াবেটিস সম্পর্কে কীভাবে জানবেন? প্রায়শই প্রি-ডায়াবেটিসের কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। তাই আপনি সেই পর্যায়ে রয়েছেন কি না, সে সম্পর্কে নাও জানতে পারেন। ইউনিভার্সিটি অফ নটিংহ্যাম-এর “নিউট্রিশন অ্যান্ড ডায়েটেন্সি”-এর সহযোগী অধ্যাপক ড. অ্যামান্ডা অ্যাভেরি বলেন, ‘দুর্ভাগ্যবশত, বেশিরভাগ মানুষ তাদের প্রি-ডায়াবেটিসের বিষয়ে জানতে পারেন যখন রক্তচিন্তা-আপের সময় যখন রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বেড়ে যায়।’ বিশেষজ্ঞদের মতে, এথেনেসিটি বা নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, বয়স, ডায়েট ও ওজনের মতো অনেক কারণে প্রি-ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়তে পারে। এই বিষয়গুলোর সবকটাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলে মনে করেন তারা। ড. অ্যামান্ডা অ্যাভেরি ব্যাখ্যা করেন, ‘ইনসুলিন এমন এক প্রকার হরমোন যা অগ্ন্যাশয়ে উৎপাদিত হয় এবং এটা রক্তে গ্লুকোজের মাত্রাকে স্বাভাবিক স্তরে রাখতে সহায়তা করে। যদি কোনো ব্যক্তির ওজন বেশি হয়, বিশেষত পেটের চারপাশে মেদ থাকে তাহলে, ইনসুলিনের পক্ষে গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়ে।’

‘আসলে, যখন শরীরের চর্বি বৃদ্ধি পায় তখন কোষগুলো ইনসুলিনের রেখে আঙুলের উপর ভর দিয়ে হাঁটলে কাফ মাসল এবং অ্যাক্লিস টেবন্ডের উপর বেশি চাপ পড়ে। এই দুই অংশকে বেশি কাজ করতে হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, আঙুলের উপর

ওঠে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শরীর আরও ইনসুলিন তৈরির চেষ্টা করে। তবে এই প্রচেষ্টা সবসময় দীর্ঘস্থায়ী হয় না।’ তাই বিশেষজ্ঞদের মতে লাইফস্টাইল ও খাদ্যাভ্যাসের কারণে শরীরের মেদ বাড়তে পারে যা প্রি-ডায়াবেটিসের ঝুঁকিকে বাড়িয়ে তুলতে পারে। ডায়েটে বদল এন্ড্রা ওয়ালডেন বলেছেন, ‘প্রত্যেক মানুষ আলাদা, তাই প্রি-ডায়াবেটিস পর্যায়ে থাকা ব্যক্তিদের সবার জন্য কোনো নির্দিষ্ট এক ধরনের ডায়েট থাকা সম্ভব নয়।’ তবে কিছু ডায়েট যেমন বেশি পরিমাণ চর্বিযুক্ত খাবার, উচ্চ জিআই (গ্লাইসেমিক ইনডেক্স) রয়েছে এবং কম ফাইবারযুক্ত খাবার টাইপ-২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকির সঙ্গে সম্পর্কিত।’ গবেষণা বলছে, এখানে চারটে বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে টাইপ-২ ডায়াবেটিস প্রতিরোধ করা যায়। ১।

দেহের মোট ওজনের ১০ শতাংশ হ্রাস ওজন কমানোর বিষয়ে ভাবনা চিন্তার আগে সবসময় ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত। চিকিৎসকের কাছে জানতে চাওয়া উচিত আপনার ওজন বাড়ার সঙ্গে প্রি-ডায়াবেটিসের কোনো সম্পর্ক রয়েছে কি না। পাশাপাশি শারীরিক পরিস্থিতি, মেডিক্যাল হিস্ট্রি ইত্যদির কথা মাথায় রেখে চিকিৎসকদের কাছ থেকে জানা উচিত যে কিছুটা পরিমাণ ওজন হ্রাস করা আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল কি না। ‘লাইফ ইউদাউট ডায়াবেটিস’ বইয়ের লেখক এবং চিকিৎসক, গবেষক অধ্যাপক রুইয়ের ২০১১ সালে তার গবেষণায় প্রথমবার প্রমাণ করেন যে টাইপ-২ ডায়াবেটিস “রিভার্স” করা সম্ভব। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, ‘বেশিরভাগ মানুষের ক্ষেত্রে, তাদের বর্তমান ওজনের মাত্র ১৩ হ্রাস করলে এই সমস্যার সমাধান মিলতে পারে, কারণ এতে লিভারে জমা চর্বিও পড়ে।’ ‘দশ বছর আগে প্রমাণিত এই পদ্ধতিই হলো জাদুর চেয়ে কম বলে মনে করা হতো না। কারণ এর পরে, ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকি সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হতে পারে, যদি না আবার ওজন বেড়ে যায়।’ কত ওজন কমান তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো কোনো ব্যক্তির মোট ওজনের কতটা কমাল। ডা. রয় টেইলর বলেন, ‘স্থূলতার সংজ্ঞা এখানে ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কেউ যখন তার দেহের পাসোনাল ফ্যাট প্রশ্নহোস্ত অতিক্রম করে ফেলেন, তখন প্রি-ডায়াবেটিস হতে পারে এবং এই প্রশ্নহোস্ত যে কোনও ওজনেই হতে পারে।’ পাসোনাল ফ্যাট প্রশ্নহোস্ত ইঙ্গিত করে যে লিভার এবং অগ্ন্যাশয়ের মতো অঙ্গে জমা হওয়ার আগে প্রত্যেক ব্যক্তির দেহ অ্যাডিপোজ টিস্যুতে (চর্বি কোষ) কতটা চর্বি নিরাপদে সংরক্ষণ করতে পারে। এর একটি সীমা রয়েছে। ডা. টেইলরের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, এই প্রশ্নহোস্ত প্রত্যেক মানুষের জন্য আলাদা। তাই যে সমস্ত মানুষ স্থূলতার আওতায় পড়েন না, তাদেরও প্রি-ডায়াবেটিসের ঝুঁকি থাকতে পারে।

যদিও বিশেষজ্ঞরা সাধারণত দ্রুত ওজন কমানোর ডায়েট এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিয়ে থাকেন, কিন্তু ডা. টেইলরের মতে, এটা প্রি-ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে উপকারী বলে প্রমাণিত হতে পারে। তার কথায়, ‘প্রত্যেক মানুষই আলাদা, কিন্তু মনে রাখবেন দ্রুত ওজন কমানো (যেমন মাত্র ৮০০ ক্যালরি ইনটেক করা) বারবার প্রমাণ করেছে যে সেটা টাইপ-২ ডায়াবেটিস প্রতিরোধ করতে পারে।’ তবে এই সময়ে শরীর যাতে প্রয়োজনীয় পুষ্টি পেতে থাকে তা লক্ষ্য রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে জোর দিয়েছেন তিনি। ২. ওজন কমালে তা বজায় রাখা কেউ কেউ খুব কম ক্যালরিয়ুক্ত খাবার খেয়ে দ্রুত অনেকটা ওজন কমানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু এমন ডায়েট দীর্ঘদিন চলিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই দীর্ঘ সময়ের জন্য যাতে ওজন কম রাখার সম্ভব হয়, তেমন উপায় খুঁজে বের করা দরকার। “ডায়াবেটিস ইউকে”-র তথ্য বলছে, নিরামিষ খাবার খাওয়া, ভিগান ডায়েট এবং খাবার কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ কমানো টাইপ-২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমাতে পারে। শুধু তাই নয়, এই জাতীয় ডায়েট অন্য কড়া ডায়েট মেনে চলার চেয়ে সহজ। এই ধরনের খাবার উচ্চ ফাইবারযুক্ত এবং সেখানে গ্লাইসেমিক সূচকও (লো-জিআই) কম থাকে, তাই সামগ্রিক স্বাস্থ্যের জন্য তা উপকারী। ৩. যে খাবার ও পানীয় এড়িয়ে চলা উচিত গবেষণা বলছে কিছু খাবারের সঙ্গে টাইপ-২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকির সম্পর্ক রয়েছে। তাই প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় সেই সমস্ত খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দিলে, উপকার মিলবে। এন্ড্রা ওয়ালডেন ব্যাখ্যা করেছেন, এই খাবারের তালিকায় আছে:

সুগারযুক্ত পানীয়
এই জাতীয় পানীয়কে বেশি পরিমাণে ক্যালোরি থাকে কিন্তু খেলে পেট ভরে না। পাশাপাশি এগুলো রক্তে সুগারের পরিমাণ দ্রুত বাড়িয়ে দেয়, যা শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক। এই কারণে শরীরে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সের সমস্যা বাড়তে পারে। অ্যাডেড সুগারযুক্ত পানীয় এই তালিকায় রয়েছে। রেড মিট এবং প্রক্রিয়াজাত মাংস বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, অতিরিক্ত পরিমাণে রেড মিট বা প্রক্রিয়াজাত মাংস খেলে টাইপ-২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়তে পারে। পরিশোধিত কার্বোহাইড্রেট-গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ‘বেশি স্টার্চ, কম ফাইবারযুক্ত খাবার টাইপ-২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়ায়।’ এই সমস্ত খাবারের তালিকায় রয়েছে হোয়াইট ব্রেড, ময়লা দিয়ে তৈরি ম্যাক্স, মিষ্টিযুক্ত ম্যাক্স যেমন পেস্টি, ক্যান্ডিসহ আরো অনেক খাবার। পরিশোধিত কার্বসে প্রায়শই এটা পাওয়া যায়। কল্লর তৈরির সময় এই সমস্ত খাবার থেকে ফাইবার সরিয়ে ফেলা হয়, এতে সেখানে স্টার্চের অনুপাত বেড়ে যায়। আলু (বিশেষত ফ্রেশ ফ্রাই) ডায়াবেটিস

ইউকে জানিয়েছে ঘন ঘন আলু খেলে টাইপ-২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকিও বাড়তে পারে। এমনটা ভাবার কারণ এক্ষেত্রে উচ্চ জিআই (গ্লাইসেমিক সূচক) রয়েছে। একটা সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে ‘আলুর পরিবর্তে যারা গোটা শস্য খান তাদের টাইপ-২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কম।’ ৪. যে সমস্ত খাবার খাওয়া যেতে পারে ‘গবেষণা থেকে দেখা গিয়েছে নির্দিষ্ট কিছু খাবারের সঙ্গে টাইপ-২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমার সম্পর্ক রয়েছে,’ এন্ড্রা ওয়ালডেন বলেছেন। এসব খাবারের মধ্যে রয়েছে:

ফল এবং সব্জি
২০১২ সালের এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, টাইপ-২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমানোর সঙ্গে মূলযুক্ত শাক-সব্জি এবং সবুজ শাক-সব্জির খোদা রয়েছে। ২০১৩ সালের এক অন্য একসমীক্ষায় দেখা গেছে যে কয়েকটা নির্দিষ্ট ফল ওই ঝুঁকি কমাতে পারে। এই তালিকায় শীর্ষে আছে ব্লুবেরি, আঙ্গুর এবং আপেল।

গোটা শস্য
অনেক গবেষণা বলছে, ডায়েটে গোটা শস্যজাতীয় খাবারের পরিমাণ বাড়লে টাইপ-২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমে। ২০১৫ সালের এক গবেষণায় দেখা গেছে, দিনে তিন ধরনের গোটা শস্য (প্রায় ৪৫ গ্রাম) খেলে টাইপ-২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি ২৩ শতাংশ কমে যেতে পারে।

দই এবং পনির
দেখা গেছে যে যারা প্রতিদিন দুগ্ধজাত খাবার খান, তারা ডায়াবেটিসের ঝুঁকি ৫ শতাংশ কমাতে পারেন। যদি তারা কম চর্বিযুক্ত দুধ বা দুগ্ধজাত খাবার খান, তাহলে ওই ঝুঁকি ১৩ হ্রাস করা যেতে পারে। ২০১৬ সালের এক গবেষণায় আরও দেখা গেছে, নিয়মিত দই খেলে ওই ঝুঁকি ১৪ শতাংশ কমে যায়। মিষ্টি ছাড়া চা এবং কফি- একটা সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, যারা নিয়মিত কফি পান করেন (ক্যাফিনেটেড বা ডিক্যাফ), তাদের টাইপ-২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কম। অন্য এক গবেষণায় দেখা গেছে, যারা প্রতিদিন চা পান করেন (লোক টি বা গ্রিন টি), তাদেরও ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কম। আতঙ্কিত হবেন না আপনি প্রি-ডায়াবেটিস-এ আক্রান্ত এমনটা জানালে ভয়ের কোনো কারণ নেই। ডা. অ্যামান্ডা অ্যাভেরি বিষয়টাকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তার মতে, এটা আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতি করার এবং সম্ভবত টাইপ-২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি রোধ করার একটা সুযোগ। যদি আপনি আপনার ডায়েট সম্পূর্ণভাবে বদলে ফেলা সম্ভব নয় বলে মনে করেন, তবে ডা. অ্যাভেরি ছোট এবং সহজ পদক্ষেপ দিয়ে এই কাজ শুরু করার পরামর্শ দিয়েছেন। তার কথায়, ‘ডায়েটের ক্ষেত্রে একেবারে ছোটখাটো পরিবর্তনগুলোও কিন্তু অনেক বড় পার্থক্য আনতে পারে, বিশেষত যদি এটা কাউকে কিছুটা স্বাস্থ্যকর জায়গায় নিয়ে যেতে পারে।’

আঙুলের উপর ভর দিয়ে হাঁটার অভ্যাস কি পায়ের পেশির জন্য ভালো?

সারাক্ষণ হিল পরে হাঁটা সম্ভব নয়। গোড়ালি ব্যথা হয়ে যায়। কিন্তু আঙুলের উপর ভর দিয়ে হাঁটলে কি কোনও উপকার পাওয়া যায়? পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়ে হাঁটার সময়ে গোড়ালি উপরের দিকে উঠে থাকে এবং শরীরের সমস্ত ওজন পায়ের পাতার সামনের অংশের উপর গিয়ে পড়ে। এর ফলে পায়ের নিচের অংশের পেশিগুলোর উপর চাপ বা ভারও বেশি হয়। শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য এই পেশিগুলোকে অবিরাম কাজ করতে হয়।

সহজ কথায় পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়ে হাঁটলে শরীরের ভারসাম্য উন্নত হয় এবং কাফ মাসলের শক্তি বাড়ে। কিন্তু এভাবে সবসময়

ভর দিয়ে হাঁটলে বিশেষ কোনও উপকারিতা মেলে না। তবে মাঝেমাঝে এ ভাবে হাঁটা যায়। এতে কি কোনও উপকার পাওয়া যায়? পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়ে হাঁটার সময়ে মূলত গ্যাস্ট্রোকনেমিয়াস ও সোলিয়াসের মতো পেশি এবং গোড়ালি ও পায়ের পাতার আশপাশের ছোট পেশিগুলো সক্রিয় হয়ে যায়। গোড়ালি উঁচু থাকায় এবং শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য এই পেশিগুলোকে অবিরাম কাজ করতে হয়।

সহজ কথায় পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়ে হাঁটলে শরীরের ভারসাম্য উন্নত হয় এবং কাফ মাসলের শক্তি বাড়ে। কিন্তু এভাবে সবসময়

হাঁটা যাবে না। বিশেষজ্ঞদের মতে, এটা কখনওই ফিটনেস বা পায়ের ব্যায়ামের অংশ নয়। তবে দিনে এক-আধ বার ২০-৩০ সেকেন্ডের জন্য আঙুলের উপর ভর দিয়ে হাঁটতে পারেন। পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়ে হাঁটার বদলে এমন কাজ করুন, যাতে শরীরের নিম্ন অংশের ব্যায়াম হয়ে যায়। আপনি পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ানোর ব্যায়াম বা কাফ রেইজ করতে পারেন। এতেও কাফ মাসলের জোর বাড়বে এবং শরীরের ভারসাম্য উন্নত হবে।

১. আঙুলের উপর ভর দিয়ে হাঁটলে কী উপকার হয়?

উত্তর: এতে কাফ মাসলের শক্তি

হতে পারে। ২. সবসময় আঙুলের উপর ভর দিয়ে হাঁটা কি ঠিক? উত্তর: না, নিয়মিত বা দীর্ঘ সময় এ এক-আধ বার ২০-৩০ সেকেন্ডের

জন্য আঙুলের উপর ভর দিয়ে হাঁটতে পারেন। পায়ের আঙুলের

উপর ভর দিয়ে হাঁটার বদলে এমন কাজ করুন, যাতে শরীরের নিম্ন অংশের ব্যায়াম হয়ে যায়। আপনি

পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ানোর ব্যায়াম বা কাফ রেইজ

করতে পারেন। এতেও কাফ মাসলের জোর বাড়বে এবং

শরীরের ভারসাম্য উন্নত হবে। ১. আঙুলের উপর ভর দিয়ে হাঁটলে কী উপকার হয়?

উত্তর: এতে কাফ মাসলের শক্তি বাড়ে। কিন্তু এভাবে সবসময়

হতে পারে। ২. সবসময় আঙুলের উপর ভর দিয়ে হাঁটা কি ঠিক?

উত্তর: না, নিয়মিত বা দীর্ঘ সময় এ

৩. আঙুলের উপর ভর দিয়ে হাঁটলে কোন পেশিতে চাপ পড়ে?

উত্তর: মূলত গ্যাস্ট্রোকনেমিয়াস ও সোলিয়াস-সহ কাফ মাসলের

পেশিগুলি সক্রিয় হয়। ৪. কতক্ষণ আঙুলের উপর ভর দিয়ে হাঁটা যায়?

উত্তর: দিনে এক-আধ বার ২০-৩০ সেকেন্ডের জন্য করা যেতে পারে।

৫. এর বদলে কোন ব্যায়াম করা যায়?

উত্তর: কাফ রেইজ বা পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়ে

দাঁড়ানোর ব্যায়াম করতে পারেন।



CMYK

আগসরণ আগরতলা ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ইং, ■ ১২ আশ্বিন ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, বুধবার

ভোটার তালিকায় অনিয়মের অভিযোগ, জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে খোয়াইয়ে কংগ্রেসের বিক্ষোভ

খোয়াই, ২৯ সেপ্টেম্বর: ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগ তুলে ভাওতের প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে মঙ্গলবার খোয়াইয়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল জেলা কংগ্রেস।

মঙ্গলবার সকাল ১১টা নাগাদ খোয়াই জেলা শাসকের কার্যালয়ের সামনে এই বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির দেশব্যাপী আন্দোলনের অংশ হিসেবেই এই কর্মসূচি পালন করা হয়েছে বলে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জানানো হয়।

বিক্ষোভ চলাকালীন প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের প্রতীকী কুশপুত্তলিকা পোড়ানো হয়। এদিনের কর্মসূচিতে খোয়াই জেলা কংগ্রেস সভাপতি প্রদাং ভট্টাচার্য, কার্তিক দেবনাথসহ জেলা স্তরের অন্যান্য কংগ্রেস নেতা ও কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

কংগ্রেসের অভিযোগ, ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়ায় অনিয়ম হয়েছে। এই অভিযোগের প্রতিবাদে ত্রিপুরা প্রশ্নে কংগ্রেসের পাশাপাশি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে দেশজুড়ে আইন অমান্য ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। সেই কর্মসূচির অংশ হিসেবেই খোয়াই জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার এই প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করা হয়।

মোদির আমলে ভারত-সুইডেন সম্পর্ক আরও গভীর হয়েছে: সুইডিশ রাষ্ট্রদূত

নয়াদিল্লি, ২৯ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আমলে ভারত ও সুইডেনের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক আরও গভীর হয়েছে এবং নতুন পর্যায়ে পৌঁছেছে বলে মন্তব্য করেছেন ভারতে নিযুক্ত সুইডেনের রাষ্ট্রদূত পেত্রা মেনাভার।

সোমবার আইএএনএসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী মোদির ২৫ বছরের জনজীবন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, গত কয়েক বছরে দুই দেশের দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হয়েছে এবং নতুন স্তরে পৌঁছেছে। মেনাভার বলেন, দুই দেশের মধ্যে অংশীদারিত্ব ত্বরিত পাশাপাশি মানুষে-মানুষে যোগাযোগও বাড়ছে। তাঁর মতে, এর মাধ্যমে দুই দেশ ভবিষ্যতের জন্য সম্পর্ক আরও মজবুত করছে।

গত মে মাসে প্রধানমন্ত্রী মোদির সুইডেন সফর প্রসঙ্গে রাষ্ট্রদূত বলেন, এই সফর দুই দেশের অংশীদারিত্বকে আরও দৃশ্যমান করেছে। সুইডিশ প্রধানমন্ত্রী, ক্রাউন প্রিন্সেস এবং শীর্ষস্থানীয় শিল্পপতিদের সঙ্গে মোদির বৈঠকের ফলে সুইডেনে ভারত-সুইডেন অংশীদারিত্ব আরও গুরুত্ব পেয়েছে বলেও তিনি জানান।

ওই সফরে ভারত ও সুইডেন একটি কৌশলগত অংশীদারিত্ব চুক্তি স্বাক্ষর করে। একইসঙ্গে সুইডেনের পক্ষ থেকেও প্রধানমন্ত্রী মোদির কাছে স্পেনটির বিভিন্ন সম্ভাবনা তুলে ধরার সুযোগ তৈরি হয়েছিল বলে জানান মেনাভার। দুই দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সুইডিশ সংস্থাগুলি ভারতে ১০০ বছরেও বেশি সময় ধরে কাজ করছে। ২০৩০ সালের মধ্যে দুই দেশের অর্থনৈতিক যোগাযোগ বিদগ্ধ করার উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

প্রযুক্তি, উদ্ভাবন এবং সবুজ রূপান্তরকে এই অর্থনৈতিক সম্পর্কের প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে উল্লেখ করেন তিনি। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, টেলিকমিউনিকেশন, খনি এবং জীবনবিজ্ঞান-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুই দেশেরই শক্তিশালী উপস্থিতি রয়েছে বলেও জানান রাষ্ট্রদূত।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ
জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ করা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।
বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৫ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৬৬২৮০০। আ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মার্ভার ক্লাব : ৩ আমরা ভরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রেপড দ্যনবা চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিসার্ভ : ৯৮৬২৭৬৪৪২৮ কর্পেল টৌমহুদী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১৬/ সহেতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৮০০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, বেডরুঙ্গ সোসাইটি : ২৩১-৬৬৭৮, টিআরটিসি : ২২৫৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দ্যনবা চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন : ২৩২৬১০১। চাইল্ড লাইন : ১৩৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘণ্টা)। গ্লাভ বায়ঃ জিবি : ২৩৫৬৬৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম : ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৭৯৪০৫০৫০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৮৭৫৬০ ৩৩৭৭৬, শববাহী যান : নব অঙ্গীকার : ৮৭৪৪০৫৪৩১১, সেন্ট্রাল বোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলোপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭১-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩০৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংঘাষণ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৬৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৬৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, স্বয় ভোরণ ক্লাব (দুর্গা টৌমহুদী) : ৮৬২৯৯১২২৬, চাক্ষুঃ ক্লাব : ৭০০৫৪০০০০৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮৫৫৬৯৯৭ ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬০৩, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাঞ্জগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কর্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : বনমালীপুর : ২৩২-৬৪৬৪, ২৩০-৬২১৩, দুর্গা টৌমহুদী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। বিরামবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বন্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

CMYK

শ্রীনগরে বাল্যবিবাহ রুখল পুলিশ, কনের সাজে নাবালিকাকে উদ্ধার করে পাঠানো হল ওয়ান স্টপ সেন্টারে

আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর: রাজধানী আগরতলা শহর সলংগ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার শ্রীনগর থানা এলাকায় বাল্যবিবাহ প্রতিহত করল পুলিশ। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বিয়ের আসর থেকে কনের সাজে এক নাবালিকাকে উদ্ধার করেন পুলিশকর্মীরা। পরে তাকে প্রশাসনের হেফাজতে নিয়ে আগরতলার একটি ওয়ান স্টপ সেন্টারে পাঠানো হয়। মঙ্গলবার নাবালিকাকে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার শিশু কল্যাণ সমিতির (চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি) সামনে হাজির করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সোমবার রাতে শ্রীনগর থানার ওসি ইঙ্গপেক্টর বিষ্ণু চন্দ্র দাসের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে, শ্রীনগর থানা সলংগ আঙ্গুলিয়াছড়া এলাকার শ্রীবাস সরকারের ছেলেও তুষার সরকার খোয়াই জেলার কল্যাণপুর এলাকার এক নাবালিকা নিকট আত্মীয়কে বিয়ে করার জন্য নিজের বাড়িতে নিয়ে এসেছে। ওই বাড়িতেই বিয়ের আয়োজন করা হয়েছে বলেও খবর পান পুলিশ আধিকারিকরা। খবর পাওয়ার পরই শ্রীনগর থানার ওসি ইঙ্গপেক্টর বিষ্ণু চন্দ্র দাসের নেতৃত্বে থানার সেকেন্ড অফিসার ইঙ্গপেক্টর নারায়ণ সেনসহ অন্যান্য পুলিশকর্মী, টিএসআর জওয়ান এবং মহিলা পুলিশকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। সেখানে শ্রীবাস সরকারের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ঘরের এক কোণ থেকে কনের সাজে থাকা নাবালিকাকে উদ্ধার করা হয়।

পুলিশের দাবি, ওই রাতেই বাড়ি সলংগ কালীমন্দিরে নাবালিকার বিয়ে দেওয়ার প্রস্তুতি চলছিল। ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ দেখতে পায়, বিয়ের জন্য পুরোহিতও সমস্ত প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এরপর পুলিশ নাবালিকাকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে এবং রাতেই তাকে আগরতলার একটি ওয়ান স্টপ সেন্টারে পাঠিয়ে দেয়। বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকেও জানানো হয়।

জানা গেছে, মঙ্গলবার দুপুরে উদ্ধার হওয়া নাবালিকাকে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির সামনে হাজির করা হয়। পাশাপাশি নাবালিকার অভিভাবক, তুষার সরকার এবং তার বাবা শ্রীবাস সরকারকেও ডেকে পাঠানো হয়।

এই ঘটনায় কল্যাণপুর থানার পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। অভিযোগ, সোমবার রাতে শ্রীনগর থানার ওসি কল্যাণপুর থানাকে বিষয়টি জানানলেও সেখান থেকে প্রত্যাশিত সহযোগিতা পাওয়া যায়নি। তবে এই অভিযোগের বিষয়ে কল্যাণপুর থানার পক্ষ থেকে কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শ্রীনগর থানার ওসি ইঙ্গপেক্টর বিষ্ণু চন্দ্র দাস বলেন, বাল্যবিবাহ আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। তাই অভিভাবকদের এই ধরনের বেআইনি কাজ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান তিনি। শ্রীনগর থানা এলাকায় কোম ও অভিভাবক যেন তাঁদের নাবালক-নাবালিকা সন্তানদের বাল্যবিহা না দেন, সেই আবেদনও জানান তিনি।

ওসি আরও বলেন, বাল্যবিবাহের কোনও তথ্য পুলিশের কাছে এলে অবশ্যই আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তবে এই সামাজিক ব্যাধি নির্মূল করতে শুধু পুলিশ বা প্রশাসনের উদ্যোগ যথেষ্ট নয়। বাল্যবিবাহ বন্ধ করে সমাজকে সুরক্ষিত রাখতে সকলকে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

রাজ্যে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে প্রশাসনের তরফে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ চললেও বিভিন্ন এলাকায় এ ধরনের ঘটনা সামনে আসায় উদ্বেগ বাড়ছে। নাবালিকাদের ভবিষ্যৎ ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে অভিভাবক, সমাজ এবং প্রশাসনের সম্মিলিত উদ্যোগের উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

শারদোৎসব উপলক্ষে যোগমায়া কালীবাড়ির উদ্যোগে হেপাটাইটিস ও নেশাবিরোধী সচেতনতা শিবির

বিলোনিয়া, ২৯ সেপ্টেম্বর: শারদোৎসবকে সামনে রেখে প্রতি বছরের মতো এবারও যোগমায়া কালীবাড়ির পক্ষ থেকে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এইই অংশ হিসেবে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবিরের মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকার শত শত রোগীকে চিকিৎসা পরিষেবা ও বিনামূল্যে ওষুধ প্রদান করা হয়। পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির দক্ষাও নানা কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে।

গত ২৮ সেপ্টেম্বর যোগমায়া কালীবাড়ির উদ্যোগে বড়পাথরি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সোনাপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং চিলাপাথর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে হেপাটাইটিস ও নেশাবিরোধী সচেতনতামূলক শিবির অনুষ্ঠিত হয়। তিনটি বিদ্যালয় মিলিয়ে প্রায় চার শতাধিক ছাত্রছাত্রী এই সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে।

শিবিরে মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চিকিৎসক জগদীশ চন্দ্র নারায়ণ ও চিকিৎসক সৌদত দাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন যোগমায়া কালীবাড়ির সম্পাদক মিতুন বণিক। সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলির প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অশিক্ষক কর্মীরাও অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করেন। যোগমায়া কালীবাড়ির সদস্য-সদস্যদের সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রতিটি শিবির প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

অনুষ্ঠানে হেপাটাইটিসের কারণ, প্রতিরোধের উপায় এবং নেশার ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে তথ্যভিত্তিক আলোচনা করা হয়। আলোচনার পর প্রতিটি বিদ্যালয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। কুইজ প্রতিযোগিতায় ছাত্রছাত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে কর্মসূচির আকর্ষণ আরও বাড়িয়ে তোলে।

বিদ্যালয়গুলির প্রধান শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষ যোগমায়া কালীবাড়ির এই সমন্বয়েপযোগী ও শিক্ষামূলক উদ্যোগের প্রশংসা করেন। ভবিষ্যতেও এ ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচি আয়োজনের জন্য তাঁরা আহ্বান জানান। তাঁদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে যোগমায়া কালীবাড়ি কমিটির পক্ষ থেকে অদূর ভবিষ্যতে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপরও সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণের আশাও দেওয়া হয়।

শেষে কুইজ প্রতিযোগিতায় সঠিক উত্তরদাতাদের পুরস্কৃত করা হয়। সমগ্র কর্মসূচিকে ঘিরে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং আয়োজকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

চণ্ডীপুরে অঙ্গন মিলন সেবা কর্মসূচি, গর্ভবতী মা ও শিশুদের হাতে সামগ্রী

কৈলাসহর, ২৯ সেপ্টেম্বর: কৈলাসহরের চণ্ডীপুর বিধানসভার অন্তর্গত একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে মঙ্গলবার অঙ্গন মিলন সেবা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। জেলা সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দফতরের উদ্যোগে এই সেবামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দফতরের মন্ত্রী চিকু রায়, উনকোটি জেলা পরিষদের সদস্য শ্যামাল দাস, গ্রামের প্রধান জ্যোৎস্না রানী দাস, জেলা সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দফতরের আধিকারিক বিদ্যাসাগর দেববর্মী এবং সিডিও সুরভ পালসহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানের শুরুতে অভিভাবকের উদ্বোধী দিয়ে রংগ কনর নেওয়া হয়। এরপর প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়।

এদিন কর্মসূচির অংশ হিসেবে দুইজন গর্ভবতী মায়ের হাতে ফুট বাক্সে তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি সেবামূলক কার্যের স্বীকৃতি হিসেবে কয়েকজন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা এবং দুইজন আশা কর্মীর হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়।

২৪ লাখ বাংলাদেশি

●**আটের পাতার পর** সোনামুড়া কাঁস্টমসের হেফাজতে রয়েছে। কাঁস্টমস সূত্রে জানা গেছে, প্রাথমিক তদন্ত সীমান্তপারের অবৈধ বাণিজ্যসংক্রান্ত নোদেনেরন উদ্দেশ্যে ওই বিপুল পরিমাণ বাংলাদেশি টাকা বিশালগড় থেকে সোনামুড়ায় নিয়ে আসা হিচ্ছিল বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন কাঁস্টমস সুপারিন্টেন্ডেন্ট অলক কুমার।

কাঠালিয়ায় প্রায় ৭৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে উন্নত মানের গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ

কাঠালিয়া প্রতিনিধি, ২৯ সেপ্টেম্বর: দীর্ঘ কয়েক বছর পর সোনামুড়া মহকুমার কাঠালিয়া এলাকায় উন্নত মানের গ্রামীণ সড়ক নির্মাণের কাজ শুরু হওয়ায় খুশি সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষ। উত্তর মহেশপুর ও দক্ষিণ মহেশপুরের সীমান্তবর্তী এই গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ সড়কটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় ছিল। বর্ষার সময় রাস্তাটি কাঁদা ও জলে একাকার হয়ে যাওয়ায় যানবাহন চলাচল থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের যাতায়াতে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হতো।

কাঠালিয়া আরডি রকের দক্ষিণাংশে অবস্থিত এই সড়কটির গুণগত মান নিয়ে অতীতে একাধিকবার স্থানীয় বাসিন্দারা সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমে অভিযোগ ও প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। দীর্ঘদিনের দাবির পর বর্তমানে রাস্তাটির নির্মাণকাজ নতুনভাবে এগিয়ে চলায় এলাকাবাসীর মধ্যে আশার সঞ্চার হয়েছে।

জানা গেছে, কাঠালিয়া বাজার থেকে পশ্চিম দিকে বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কীটাতারের বেড়া ও আইবি রোড পর্যন্ত প্রায় এক কিলোমিটার দীর্ঘ এই সড়ক নির্মাণে আনুমানিক ৭৪ লক্ষ টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে। কাঠালিয়া পিডব্লিউডি দপ্তর সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।

বর্তমানে রাস্তাটির দু’পাশে পাকা ওয়াল নির্মাণের পাশাপাশি মাঝের অংশে ইটের পরিবর্তে সাদা রঙের ব্লক বসানোর কাজ চলছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, গ্রামীণ এলাকায় এই ধরনের উন্নত মানের সড়ক নির্মাণ কার্যত বিরল। ফলে নির্মাণকাজের বর্তমান ধরন দেখে পথচলতি মানুষও যথেষ্ট উৎসাহিত।

দীর্ঘদিন ধরে বর্ষার সময় কাঁদা ও জল জমে যে রাস্তা দিয়ে চলাচল করা কঠিন হয়ে পড়ত, সেই রাস্তাই এখন উন্নত মানে নির্মাণ করা হচ্ছে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট দুই পঞ্চায়েত এলাকার মানুষের যাতায়াত এবং যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণ হবে বলে আশা করছেন স্থানীয়রা।

তবে নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পর রাস্তার স্থায়িত্ব ও গুণগত মান কতটা বজায় থাকে, সেটিই এখন দেবার বিষয়।

স্বচ্ছতা সচেতনতা ও সাফাই কর্মসূচি উইমেশ কলেজ এনএসএস ইউনিটের

আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর: ভারত সরকারের স্বচ্ছ ভারত অভিযানের অঙ্গ হিসেবে মঙ্গলবার স্বচ্ছতা সচেতনতা ও সাফাই কর্মসূচি পালন করল উইমেশ কলেজের এনএসএস ইউনিট। ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত চলা এই অভিযানের অংশ হিসেবে বনমালীপুর এলাকায় সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে স্বচ্ছতা সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলতে লিফলেট বিতরণ করা হয়।

পাশাপাশি কলেজের হোস্টেলের সামনে এবং বিভিন্ন এলাকায় সাফাই কর্মসূচিও পালন করেন এনএসএস স্বেচ্ছাসেবীরা। কর্মসূচিতে কলেজের অধ্যক্ষা সঙ্কিতা রিয়াও অংশগ্রহণ করেন।

এনএসএস স্বেচ্ছাসেবীরা জানান, শুধুমাত্র নিজেরা পরিচ্ছন্ন থাকলেই দায়িত্ব শেষ হয় না। সমাজকেও পরিচ্ছন্ন রাখা প্রত্যেকের নৈতিক কর্তব্য। এর জন্য প্রয়োজন সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা। সকলে সচেতনভাবে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখলে আগামী প্রজন্মের শিশুরা একটি সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশে বেড়ে উঠতে পারবে।

পুরো কর্মসূচিটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন উইমেশ কলেজের এনএসএস প্রোগ্রাম অফিসার রমা ভট্টাচার্য।

বিশ্ব হৃদয় দিবস উপলক্ষে জিবি হাসপাতালে সচেতনতামূলক কর্মসূচি

আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর: বিশ্ব হৃদয় দিবস উপলক্ষে মঙ্গলবার আগরতলার জিবি হাসপাতালে মেডিসিন বিভাগের উদ্যোগে এক সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. প্রদীপ ভৌমিকসহ মেডিসিন বিভাগের অন্যান্য চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা।

এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে ড. প্রদীপ ভৌমিক হৃদরোগ থেকে সুরক্ষিত থাকতে স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, সুস্থ থাকতে হলে প্রতিদিনের খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাত্রায় নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলা অত্যন্ত জরুরি।

চিকিৎসকরা জানান, অতিরিক্ত তেল ও চর্বিযুক্ত খাবার এড়িয়ে পরিমিত ও পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ এবং নিয়মিত শরীরচর্চার মাধ্যমে হৃদরোগের ঝুঁকি অনেকটাই কমানো সম্ভব। পাশাপাশি ধূমপানসহ অন্যান্য ক্ষতিকর অভ্যাস থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়। হৃদরোগের প্রাথমিক লক্ষণ সম্পর্কে সচেতন থাকার পাশাপাশি কোনও ধরনের শারীরিক সমস্যা দেখা দিলে তা অবহেলা না করে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার উপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়।

পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ডা. প্রদীপ ভৌমিক হৃদযয়ের সুস্থতা বজায় রাখতে সাধারণ মানুষকে সচেতন হওয়ার পাশাপাশি নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার পরামর্শ দেন। হৃদরোগ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনে উৎসাহিত করাই বিশ্ব হৃদয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য বলে জানান তিনি।

স্বচ্ছতাই সেবা কর্মসূচিতে বিলোনিয়া পুরপরিষদের সাফাই কর্মীদের স্বাস্থ্য শিবির

বিলোনিয়া, ২৯ সেপ্টেম্বর: স্বচ্ছতাই সেবা কর্মসূচিকে সামনে রেখে বিলোনিয়া পুরপরিষদের উদ্যোগে সাফাই কর্মীদের জন্য স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। শহরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও জঞ্জালমুক্ত রাখতে প্রতিদিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন পুরপরিষদের সাফাই কর্মীরা। তাঁদের সুস্থতাও কথা মাথায় রেখেই এই স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়।

মঙ্গলবার সকালে বিলোনিয়া পুরপরিষদের কার্যালয় প্রাঙ্গণে এই স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ‘স্বচ্ছ জীবন, সুস্থ জীবন’ এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আয়োজিত শিবিরের সূচনা করেন বিলোনিয়া পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপা। এ সময় উপস্থিত ছিলেন পুরপরিষদের কাউন্সিলর, আধিকারিকসহ অন্যান্যরা।

শিবিরে পুরপরিষদের সাফাই কর্মীদের পাশাপাশি অন্যান্য কর্মীরাও স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণ করেন। সাফাই কর্মীদের রক্ত পরীক্ষা ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার পাশাপাশি তাঁদের বিনামূল্যে ওষুধ প্রদান করা হয়।

পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপা জানান, শহরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে সাফাই কর্মীরা প্রতিদিন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তাঁদের সুস্থতার বিষয়টি বিবেচনা করেই এই স্বাস্থ্য শিবিরের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ওয়ারাংবাড়ি এসবি

●**আটের পাতার পর** কমিশন অভিযোগগুলি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে প্রয়োজ আইন ও নির্বাচনী বিধি অনুযায়ী উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নেবে বলে আশা প্রকাশ করেছে দলটি।

বিশালগড় হাসপাতালে চিকিৎসকের

●**আটের পাতার পর** ইতিমধ্যেই সক্রিয়ভাবে কাজ শুরু করেছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলেও তিনি জানান। চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হাসপাতাল চত্বরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করার বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে জানান বিধায়ক।

অরুণাচলে জঙ্গি হামলায়

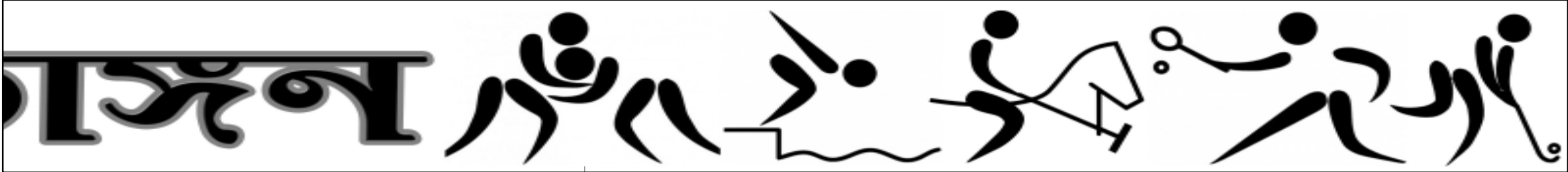
●**প্রথম পাতার পর** রাইফেলসের এক্স হ্যান্ডলে প্রকাশিত বার্তায় বলা হয়েছে, কর্তব্যরত অবস্থায় প্রাণ উৎসর্গ করা হাবিলদার জাংখোই কুকির পরিবারের পাশে বাহিনী দৃঢ়ভাবে রয়েছে।

বিজেপির নবনিযুক্ত প্রভারীও সহ প্রভারীদের সঙ্গে বৈঠকে

●**প্রথম পাতার পর** এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন হতে চলা রাজ্যগুলিতে ঘন ঘন সফর করে নির্বাচনী প্রস্তুতিতে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। ২০২৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সম্প্রতি বিজেপি ২৮টি রাজ্য ও আটটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল মিলিয়ে সাংগঠনিক কাঠামোয় নতুন প্রভারী ও সহ-প্রভারী নিয়োগ করেছে।

পুর ভোট নিয়ে প্রস্তুতি বিজেপির

●**প্রথম পাতার পর** বৈঠক শেষে সংবাদমাধ্য



পুনর্গঠিত হলো ক্রীড়া পর্ষদ দায়িত্বে নতুন প্রতিনিধি দল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর ।। ত্রিপুরা সরকারের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের এক নতুন নির্দেশিকায় পুনর্গঠিত করা হয়েছে ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদ। বিগত ২৫ সেপ্টেম্বর জারি করা ওই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, রাজা পালের অনুমোদনক্রমে ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদের স্মারকলিপি ও সংশোধিত উপ-বিধি অনুযায়ী এই পর্ষদ গঠন করা হলো। এই পুনর্গঠিত কমিটিতে শিক্ষামন্ত্রী (যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া) চেয়ারম্যান

এবং ক্রীড়া দপ্তরের সচিব ও অধিকর্তাকে ভাইস চেয়ারম্যান মনোনীত করা হয়েছে। এছাড়া সচিব পদে গৌতম সরকার, যুগ্ম সচিব পদে তপন ভট্টাচার্য এবং কোষাধ্যক্ষ পদে স্বপন সাহা দায়িত্ব পেরয়েছেন। এই নতুন কমিটিতে কর্মকর্তা ছাড়াও অন্যান্য সদস্য হিসেবে সঞ্জয় পাল, রতন সাহা, ডঃ রাজীব দেবনাথ, সঞ্জয় সাহা, শ্যামলিকা রায়, সন্তোষ দাস, বিশ্বজিৎ পাল, বিজয় সাহা,

মস্তোষ সিনহা, মণীশ পুরকায়স্থ, রূপশ্রী দাস, সমীর দাস, অজয় দত্ত এবং মনোজ কুমার বিশ্বাস অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, এই পুনর্গঠিত পর্ষদের কার্যকাল বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ থেকে আগামী তিন বছরের জন্য কার্যকর থাকবে। বিগত ২০২৩ সালের ১২ ডিসেম্বরে প্রকাশিত নোটিফিকেশন অনুযায়ী গঠিত কমিটির পরিবর্তে নতুন কমিটি কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

মহিলা সিনিয়র টি-২০ ট্রফির জন্য ত্রিপুরা দল ঘোষিত, নেতৃত্বে রিজু সাহা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর ।। ২০২৬-২৭ মরশুমের ‘উইমেনস সিনিয়র টি-টোয়েন্টি ট্রফি’র জন্য ২০ সদস্যের ত্রিপুরা রাজ্য দল ঘোষণা করল ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। সোমবার প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে টিসিএর সচিব সূত্রত দে এই দল ঘোষণা করেন। ঘোষিত এই দলে অবিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রিজু সাহাকে

এবং সহ-অবিনায়কের পাশাপাশি উইকেটরক্ষক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন মৌচৈতি দেবনাথ। দলে স্থানীয় প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের পাশাপাশি তাম্রাঙ্গা নিগম, আরতি কোদার এবং অস্থায়ী বাবুকে গ্রেপ্তা খেলোয়াড় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সাপোর্ট স্টাফদের মধ্যে হেড কোচ পদে চৈত্রা এস দলিা, সহকারী কোচ হিসেবে সঞ্জীব সাহা এবং ফিজিও হিসেবে পাপিয়া

দেবনাথ দায়িত্ব সামলাবেন। আগামী ৩ অক্টোবর, (শনিবার) বিকেল ৩টের মধ্যে নির্বাচিত সমস্ত খেলোয়াড় ও সাপোর্ট স্টাফদের পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী অর্থাৎ পিটিএ গ্রাউন্ডে রিপোর্ট করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। টিসিএ আশা প্রকাশ করেছে যে এই তরুণ ও অভিজ্ঞদের সমন্বয়ে কাড়া দলটি আসন্ন মরশুমে টুর্নামেন্টে চমৎকার পারফর্ম করবে।

বিশ্বকাপের সূচি ঘোষণা করে, কাদের খেলা নিশ্চিত

কেপটাউনে আগামী বৃহস্পতিবার ঘোষণাভাবে ২০২৭ বিশ্বকাপের সময়সূচি প্রকাশ করবে আইসিসি এবং ক্রিকেট সাউথ আফ্রিকা (সিএসএ)। টুর্নামেন্টের এক বছর আগে কাউন্ডাউন বা দিন গণনা শুরুসে সে অনুষ্ঠানে মাঠের টিকিট উন্মুক্ত করা হবে। আগামী বছর ২ অক্টোবর শুরু হবে ৫০ ওভার সংক্ষরণের এই বিশ্বকাপ। টুর্নামেন্টটি শেষ হবে ২১ নভেম্বর। বিশ্বকাপে অংশ নিবে যাওয়া ১৪ দলের মধ্যে ১০ দল চূড়ান্ত হয়ে যাবে আগামীকালের মধ্যে। ৩০ সেপ্টেম্বর এই দলগুলো বাছাইয়ের শেষ সময়সীমা। এই ১০ দলের মধ্যে আয়োজক হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকা ও জিম্বাবুয়ে সরাসরি খেলার টিকিট পেয়েছে আগেই। আইসিসির পূর্ণ সদস্য না হওয়ায় আরেক সহ-আয়োজক দেশ নামিবিয়াকে বিশ্বকাপের মূল পর্বে আন্তে হবে বাছাইপর্ব পেরিয়ে। বিশ্বকাপের মূল পর্বে বাকি ৮টি দল জায়গা পাবে ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ের ভিত্তিতে। ১৪ দলের মধ্যে শেষ ৪টি দল আসবে বাছাইপর্ব পেরিয়ে, যাদের টুর্নামেন্ট সূচিতে ‘কোয়ালিফায়ার ১, ২, ৩ ও ৪’ হিসেবে উল্লেখ করা হবে।

আইসিসি ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ে দলগুলোর বর্তমান অবস্থান এমনভারত (১), নিউজিল্যান্ড (২), দক্ষিণ আফ্রিকা (৩), পাকিস্তান (৪), অস্ট্রেলিয়া (৫), ইংল্যান্ড (৬), শ্রীলঙ্কা (৭), অফগানিস্তান (৮) ও বাংলাদেশ (৯)। র‍্যাঙ্কিংয়ে নবম হয়েও বাংলাদেশের বিশ্বকাপের মূল পর্বে খেলা নিশ্চিত, কারণ তিন নম্বরে থাকা দক্ষিণ আফ্রিকা আয়োজক হিসেবে সরাসরি খেলার সুযোগ পাবে। র‍্যাঙ্কিংয়ের দশে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এখন ভারতে ওয়ানডে সিরিজ খেলতে ব্যস্ত ক্যারিবিয়ানরা। আগামী বছরের শুরুরতে হতে যাওয়া বাছাইপর্ব খেলে বিশ্বকাপের মূল পর্বে উঠে আসতে হবে দুবায়ের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। আগামী বৃহস্পতিবার থেকে বিশ্বকাপ টিকিটের জন্য অবদান কার্যক্রমও শুরু করবে আইসিসি। সেদিন সরাসরি টিকিট কেনা যাবে না, তবে ক্রিকেটশেখারীা ১ অক্টোবর থেকেই টিকিটের জন্য নিবন্ধন করতে পারবেন। আইসিসির সংবাদ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল

ও ফাইনালের আগে তিনটি পর্বে বিতক্ত থাকবে। ১৪টি কোয়ালিফাই করা দলের মধ্যে সর্বনিম্ন র‍্যাঙ্কিংয়ের ৩টি দলকে নিয়ে ‘সুপার সিরিজ’ আয়োজনের মাধ্যমে এ টুর্নামেন্ট শুরু হবে। এই সিরিজ অনুষ্ঠিত হবে রাউন্ড রবিন ফরম্যাটে। পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে থাকা দলটি পরবর্তী পর্বে জায়গা করে নেবে। দ্বিতীয় পর্বে ১২টি দলের মোট ৩০টি ম্যাচ অন্তর্ভূত হবে। দলগুলোকে ৬টি করে মোট দুটি গ্রুপে ভাগ করা হবে এবং খেলা হবে রাউন্ড রবিন পদ্ধতিতে। প্রতি গ্রুপ থেকে শীর্ষ তিন দল এবং দুটি গ্রুপ মিলিয়ে পয়েন্ট তালিকায় পরবর্তী সেরা দলটি ‘সুপার সেভেন’ পর্বে উঠবে। সুপার সেভেন পর্বে রাউন্ড রবিন পদ্ধতিতে ২১টি ম্যাচ খেলা হবে। এখান থেকে সেরা চারটি দল উঠে যাবে সে মি ফ ১ ই ন া লে । সেমিফাইনালে সুপার সেভেনের শীর্ষ দল মুখোমুখি হবে চতুর্থ দলের, দ্বিতীয় দলটি লড়াইে তৃতীয় দলের বিরুদ্ধে। সেমিফাইনালের জয়ী দুই দল মুখোমুখি হবে ফাইনালে।

এশিয়ান গেমসে অব্যবস্থা চলছেই, পাকিস্তানের ভলিবল দলকে

ভুল জায়গায় পৌঁছে দিল বাস! ম্যাচের আগে হেনস্থায় ফ্লোভ

এশিয়ান গেমস অর্ধেকের বেশি শেষ। তবু জাপানে অব্যবস্থার রীতিমত। সোমবার অব্যবস্থার শিকার হল পাকিস্তানের ভলিবল দল। গ্রুপের মা্যাচের আগে পাকিস্তান দলকে ভুল জায়গায় নিয়ে চলে গেল নাগোয়া গেমসের বাস। এমন হেনস্থায় ক্ষুব্ধ পাকিস্তান। পাকিস্তানের ভলিবল অবিনায়ক মুরাদ জাহান অব্যবস্থার কথা জানিয়েছেন সমাজমাধ্যমে। তিনি লিখেছেন, “আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ম্যাচ ছিল। অথচ বাসের চালক জানতেনই না আমাদের কোথায় নিয়ে যেতে হবে। আতঙ্ক জরকদের বাস আমাদের অন্য জিমনাসিয়ামে নিয়ে চলে যায়। শুরু থেকেই ভুল রাস্তায় এগিয়ে গুরু করে বাস। যখন বাসচালক ভুল বুঝতে পারেন, তখন মাছা শুরু হতে বেশি সময় বাকি ছিল না। আমাদের কোনও রকমে সঠিক জায়গায় পৌঁছে দেওয়া হয়ে খেলা শুরুর অল্প সময় আগে। অতঃত বিরক্তিকর পরিস্থিতি। জাপানের কাছ থেকে এগুলো আমরা আশা করি না। আশা করছি, এমন আর হবে না।” এশিয়ান গেমসের আয়োজকদের

বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উঠছে। বিশেষ করে থাকার এবং যাতায়াতের ব্যবস্থা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে দক্ষিণ কোরিয়া, তাইল্যান্ড, উজবেকিস্তান, ভারত-সহ বেশ কিছু দেশ। প্রতি দিনই কিছু না কিছু সমস্যা তৈরি হচ্ছে। মুরাদ জানিয়েছেন, আগেও তাঁদের অব্যবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছে। তিনি বলেনছেন, “এখানকার পরিস্থিতি অত্যন্ত হতাশজনক। খেলোয়াড়রা শুধু যাতায়াতের অব্যবস্থার শিকারই হচ্ছেন। অনেক সময়ই স্টিক মতো খাবার পাওয়া যাচ্ছে না। অনুশীলন শেষ করে রাস্তে খেতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, পর্ণাশু বা প্রয়োজনীয় খাবার নেই। অনেক সময় খাবার পাওয়াই যাচ্ছে না। আমরা সমস্যার কথা জানিয়েছি। কিন্তু আয়োজকদের কাছ থেকে কোনও ইতিবাচক উত্তর পাইনি।” অব্যবস্থার শিকার হলেও জিতে কোট ছেড়েছে পাকিস্তানের ভলিবল দল। উজবেকিস্তানকে ৩-০ ব্যবধানে হারিয়েছেন মুরাদেরা।

অব্যবস্থা নিয়ে নাগোয়া গেমস কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, এখন শেষ মুহূর্তে অতিরিক্ত প্রায় ২০০০ খেলোয়াড়

এবং সাপোর্ট স্টাফ চলে আসায় সমস্যা তৈরি হচ্ছে। আগাম ব্যবস্থাক্তিরে স্টিক মতো কাজ করছে না সর্বত্র। সমস্যা যতটা সম্ভব কমানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।আইটি-লগোয়া: এশিয়ান গেমসেইতিহাস, প্রথম ভারতীয় হিসেবে নজির গড়ে রুপো জয় গুলবারের। পুরুষদের ১০০০০ মিটার দৌড়ে রুপো জিতলেন গুলবারি সিংহ। কিছুদিন আগেই কমনওয়েলথ গেমসে রংপা জিতেছিলেন। এবার এশিয়ান গেমসেও নিজের ছন্দ বজায় রাখলেন গুলবারি।তিনিই একমাত্র ভারতীয় যিনি পুরুষদের ১০০০০ মিটার বিভাগে দুটো টুর্নামেন্টেই রংপা জিতেছেন। ফাইনালে গুলবারি সমন লেনে ২৮: ২৯: ৩৮:। ইতিহাস গড়েন রুপো জয়ের পরই।

এশিয়ান গেমসে রুপো জয়ের পর গুলবারি বলেনছেন, “আমি রৌপ্য জিতে পদকের রং বললেছি, তাই আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমার লক্ষ্য ছিল সোনা জেতা। কিন্তু আজকের দিনে সোনা বিজয়ী অ্যাথলিট আমার চোয়ে সেরা পারফর্ম করেছেন।”

AFFIDAVIT

I, Ratan Mia S/o Late Farid Miah of Vill. Adampur, PO. Kalamchowra, PS. Kalamchowra, Dist. Sepahijala Tripura, PIN 799102, aged about 43yrs., by Religion- Muslim, by profession-Cultivator, citizen of India, do hereby solemnly affirm and declare as under:-That my father's name is Farid Miah and my mother's name is Samsur Begam which is recorded in some papers. This is true to my knowledge That my parents name also recorded as Ratan Mia S/o Farid Mia & Shamsur Begam in my Passport vide No. N9661996.

This is true to my knowledge That I am swearing this affidavit to prove that Farid Miah, Farid Mia are the same person who was my father and Samsur Begam, Shamsur Begam both is the same person who is my mother.

This is true to my knowledge In acknowledgement whereof I put my signature on this day of Sept. 2026/A/ D at Sonamura Court premises. Deponent is identified by me.

Sd/-

Ratan Mia

এফিডেভিট

আমি, রতান ম্যোসেন, পিতা- প্রয়াত জলিল মিয়া,সং- থাকছড়া,পোঃ- মহালিলন, থানা- বিরাগু, মহকুমা- অমরপুর, জেলা- গোমতী (ত্রিপুরা), আমার বয়স ২৯৬৮৭৮১৮৩৪৪। এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, আমার পরিবারিক বেনন কার্ড (নং- 161000246044), ROR সার্টিফিকেট ও আমার খাদ্যর কার্ডে তুলনশত পিতার নাম “আব্দুল জলিল” (Abdul Jalil) নথিভুক্তহয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আমার পিতার সঠিক ও আসল নাম হলো “জলিল মিয়া” (Jalil Miah)। উল্লেখ্য, প্রয়াত জলিল মিয়াঃ এবং প্রয়াত আব্দুল জলিল একই ও অভিন্ন ব্যক্তি। অমরপুর নোটির/ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টেএসজাজ্ঞএকটি এফিডেভিট সম্পাদিত হয়েছে (তারিখঃ: ২৫/০৩/২০২৬)।

অতঃব,এখন থেকে সর্বকথের আমার পিতার নাম “জলিল মিয়া” বলেই ধাণ্য হবে।

স্বাঃ রতান ম্যোসেন

এশিয়ান

গেমসে পঞ্চম

সোনা এল

ভারতে!

এশিয়ান গেমসে গত কয়েক দিন ধরে মোমার খরা চলছিল ভারতের। অবশেষে সেই খরা কাটলেন নীরু ধঁধা। মহিলাদের ট্র্যাপ ইভেন্টে সোনা জিতলেন তিনি। হারালেন চিনের প্রতিপক্ষকে। চলতি এশিয়ান গেমসে পঞ্চম সোনা পেল ভারত। চলতি এশিয়ান গেমসে এটি নীরুর দ্বিতীয় পদক।এর আগেব্রিড্ টিম ট্র্যাপ ইভেন্টে রুপো জিতেছেন তিনি। তবে এ বার আর দলগত নয়, ব্যক্তিগত ইভেন্টে পদক জিতলেন তিনি। চলতি এশিয়াডে এটিই প্রথম বক্তৃগত সোনা। এর আগে মহিলাদের ক্রিকেট, পুরুষ ও মহিলাদের কবাডি এবং শুটিংয়ে মিজাড ইভেন্টে সোনা জিতেছে ভারত।ফাইনালে শুরু থেকেই এগিয়ে ছিলেন নীরু। বাকিদের থেকে তাঁর মিসকম হচ্ছিল। শেষে চিনের সুন ইউনঙের সঙ্গে লড়াই হচ্ছিল ভারতীয় শুটারের। দু’শট এগিয়ে ছিলেন নীরু। সেই লিডই নীরুকে সোনা এনে দিল। শেষ পর্যন্ত ৩০-এর মধ্যে ২৮ স্কোর করেন ভারতীয় শুটার। সুনের স্কোর ছিল ২৬।২০১২ সালের লন্ডন অলিম্পিক্সের সোনাজয়ী পিটার উইলসন ভারতের শুটিং দলের কোচ। নীরু সোনা জেতার পর তিনি দৌড়ে গিয়ে ছাটীকে জড়িয়ে ধরেন। কুর্নিশ জানান ভারতীয় সোনা বাহিনীতে সুবোদার পদে কর্মরত নীরু তুতো ভাইকে দেখে এসেছিলেন শুটিংয়ে। ২০১৮ সালে এশিয়ান গেমসে শুটিংয়ে পদক জিতেছিলেন লক্ষ্য সেওরান। তিনি নীরুর তুতো ভাই।

তাকে দেখেই শুটিং শুরু নীরুর। আট বছরের মধ্যে দেশকে এশিয়ান গেমসে সোনা এনে দিলেন তিনি। ২০২২ সালের শুটিংয়ের বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে প্রথম বার ভারতের হয়ে নামেন নীরু। এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে জেতেন সোনা। চলতি বছরই ভারতের প্রথম মহিলা শুটার হিসাবে ব্যক্তিগত ট্র্যাপ ইভেন্টে সোনা জেতেন তিনি। মিজাড ট্র্যাপ ইভেন্টে জেতেন ব্রোঞ্জ। সেই ছদ্ম এশিয়ান গেমসেও ধরে রেখেছেন তিনি।

সুপার ফোর-এর উদ্বোধনী ম্যাচে আজ এগিয়ে চল সংঘ ও লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর ।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় ও “শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স”-এর সৌজন্যে আয়োজিত চন্দ্র স্মৃতি “এ” ডিভিশন ফুটবল লিগের গ্রুপ পর্বের উদ্বোধনা পূর্ণ হওয়ায় এবার শুরু হতে চলেছে বঞ্চল প্রতীক্ষিত সুপার ফোর পর্ব। নয়টি দলের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই শেষে পয়েন্ট তালিকার সব হিসাব-নিকাশ পেছনে ফেলে সেরা চার দল হিসেবে নিজেদের স্থান পাকা করেছে ব্লাড মাউথ ক্লাব, এগিয়ে চলা সংঘ, কল্যাণ সমিতি এবং লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারের প্রতিপোধের সুযোগ, তেমনই থাকবে এগিয়ে চলার জয়ের ধারা

খোতা জয়ের এই চূড়ান্ত পর্বে প্রতিটি দলই সাফল্য পেতে অনুশীলনে নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দিচ্ছে। আগামীকাল, বুধবার সুপার ফোরের উদ্বোধনী ম্যাচে নৈশালোকে সন্ধ্যা ৬টা’য় মুখোমুখি হবে এগিয়ে চলা সংঘ এবং লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার। লিগ পর্বে গত ৯ সেপ্টেম্বর এই দুই দলের ধ্বৈরখে এগিয়ে চলা সংঘ ২-১ গোলে ব্যবধানে বিজয়ী হয়েছিল, ফলে রবিবারের এই লড়াইয়ে যেমন থাকবে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারের

বজায় রাখার চ্যালেঞ্জ। প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ সূচি অনুযায়ী, এরপর ১ অক্টোবর মুখোমুখি হবে ব্লাড মাউথ ক্লাব ও কল্যাণ সমিতি, ৪ অক্টোবর লড়াইবে এগিয়ে চলা সংঘ ও ব্লাড মাউথ ক্লাব, ৫ অক্টোবর মাঠে নামবে কল্যাণ সমিতি ও লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার, ৮ অক্টোবর খেলবে এগিয়ে চলা সংঘ ও কল্যাণ সমিতি এবং ৯ অক্টোবর মুখোমুখি হবে ব্লাড মাউথ ক্লাব ও লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার। প্রতিযোগিতার এই অন্তিম পর্ব সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে লিগ সাব-কমিটির সম্পাদক তপন সাহা কিছু কঠোর নির্দেশিকা

জারি করেছেন। নির্দেশিকা অনুযায়ী, প্রতিটি ম্যাচ ৯০ মিনিটের (৪৫-১০-৪৫ মিনিট) হবে এবং রেফারির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত গণ্য হবে। দলগুলোকে ম্যাচ শুরুর অন্তত ৩০ মিনিট আগে মাঠে পৌঁছাতে হবে এবং ম্যাচে সর্বোচ্চ ৫ জন খেলোয়াড় পরিবর্তন করা যাবে। তাছাড়া, মূল একাদশে অন্তত ৩ জন স্থানীয় খেলোয়াড় খেলানো বাধ্যতামূলক করার পাশাপাশি মাঠের ভেতরে মোবাইল ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে; মাঝপথে ম্যাচ পরিত্যক্ত হলে পরবর্তীদিনে বাকি সময়ের খেলা সম্পন্ন হবে।

আবার ভারত-পাক, এশিয়াড হকির সেমিতে হরমনপ্রীতদের লড়াই পড়শি দেশের সঙ্গে, মেয়েদের প্রতিপক্ষ কারা?

মেয়েদের ক্রিকেটে ভারত-পাকিস্তান লড়াই হয়নি এশিয়ান গেমসে। ছেলেদের ক্রিকেটে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে তার আগেই ছেলেদের হকিতে চূড়ান্ত হয়ে গেল ভারত-পাক লড়াই। মেয়েদের হকিতেও চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে ভারতের সেমিফাইনালের প্রতিপক্ষ। গ্রুপ পর্বে সব ম্যাচ জিতে সেমিফাইনালে উঠেছেন হরমনপ্রীত সিংহেরা। সেমিফাইনালে গত বারের সোনাজয়ীদের প্রতিপক্ষ পাকিস্তান। সোমবার বাংলাদেশকে ১০-০ গোলে হারানোর পর গ্রুপ পর্বে ভারত ১৫ পয়েন্ট নিয়ে শেষ চারে জয়গা করে নিয়েছে ভারত। গ্রুপ পর্বে ভারতীয় দল পাকিস্তান করছে ৪৯টি। গোল খেয়েছে ৪টি। অন্য গ্রুপে দ্বিতীয় হয়ে সেমিফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে পাকিস্তান। ফলে সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে

চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দু’দল। পাঁচটির মধ্যে চারটি ম্যাচ জিতেছে পাকিস্তান। তারা গোল করেছে ২৮টি। গোল খেয়েছে ৮টি। গত ১৯ অগস্ট বিশ্বকাপে শেষ বার মুখোমুখি হয়েছিল ভারত-পাকিস্তান। সেই ম্যাচে ৫-৩ ব্যবধানে জিতেছিলেন হরমনপ্রীতেরা। তা ছাড়া ২০১৬ সালের পর হকিতে ভারতকে হারাতে পারেনি পাকিস্তান। স্বভাবতই আগামী ১ অক্টোবর এশিয়ান গেমসের সেমিফাইনালে এগিয়ে থেকে মাঠে নামবে ভারতীয় দল। ছেলেদের হকির অন্য সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে মালয়েশিয়া এবং দক্ষিণ কোরিয়া।

মেয়েদের হকির সেমিফাইনালে ভারতের প্রতিপক্ষ দক্ষিণ কোরিয়া। মেয়েরাও ছেলেদের মতো গ্রুপ পর্বের সব ম্যাচ জিতেছে। পাঁচ ম্যাচে ৬৬টি গোল করেছে মেয়েদের দল। মাত্র ৩টি গোল খেয়েছে। মেয়েদের অন্য সেমিফাইনালে ভারতের প্রতিপক্ষ দক্ষিণ কোরিয়া। মেয়েরাও ছেলেদের মতো গ্রুপ পর্বের সব ম্যাচ জিতেছে। পাঁচ ম্যাচে ৬৬টি গোল করেছে মেয়েদের দল। মাত্র ৩টি গোল খেয়েছে। মেয়েদের অন্য

সেমিফাইনালে খেলবে চিন এবং জাপান।নাগোয়া এশিয়ান গেমসে এখনও পর্যন্ত চারটি সোনা পেয়েছে ভারত। প্রথম সোনা এনে দেয় মহিলাদের ক্রিকেট দল। হরমনপ্রীত কোঁরেরা ফাইনালে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হন। ফাইনালের দলে ছিলেন জি কমলিনী। মহিলাদের আইপিএলের নিলামের আগে তাকে দল থেকে ছেঁটে ফেললেন মুম্বই ইন্ডিয়ান কর্তৃপক্ষ। সবচেয়েই মুম্বই কর্তৃপক্ষ তাঁরা মতো জাতীয় দলের ক্রিকেটারকে ছেড়ে দেওয়ায় বিমিত্ত ক্রিকেটমহল। ২০২৫ সালে ১৬ বছর ২১৩ দিন বয়সে মুম্বইয়ের হয়ে গুজরাট জায়ান্টসের বিরুদ্ধে ডব্লিউপিএল অভিষেক হয় তাঁর। ঘরোয়া ক্রিকেটে ভাল পারফরম্যান্সের সুবাদে সে বছরই ডিসেম্বরে ভারতীয় দলে ডাক পান কমলিনী। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের আগে অনূর্ধ্ব-১৯

বিশ্বকাপ এবং অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপজয়ী দলের সদস্য ছিলেন। দেশের হয়ে পাঁচটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলে উইকেটরক্ষক-ব্যাটারের উপর আস্থা রাখতে পারলেন না মুম্বই কর্তৃপক্ষ। ফলে এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী ক্রিকেটটারের ডব্লিউপিএল ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ল। ভারতের মহিলা ক্রিকেটে ১৮ বছরের কমলিনী অন্যতম প্রতিভাবান হিসেবে বিবেচিত হন। সবচেয়েই মুম্বই কর্তৃপক্ষ তাঁরা মতো জাতীয় দলের ক্রিকেটারকে ছেড়ে দেওয়ায় বিমিত্ত ক্রিকেটমহল। নিলামের আগে মুম্বই ইন্ডিয়ান কমলিনীকে ছাড়াও ছেড়ে দিয়েছে সাইকা ইশাক, ত্রিবেণী বশিষ্ঠ, মিলি ইলিৎগারথ, জ্যাকি রেজিড এবং পুনম খেমনারকেও। কোচিতে ডব্লিউপিএলের নিলাম হবে আগামী ২৮ অক্টোবর। প্রতিযোগিতা শুরু হবে আগামী বছরের ১৪ জানুয়ারি।

সদস্য দেশগুলোকে মোটা অঙ্কের অর্থ দিতে চান ফিফা সভাপতি

সদস্য সংস্থাগুলোকে লাল লাখ মার্কিন ডলার বিতরণের বিষয়ে আলোচনা করতে ইচ্ছুক ফিফা সভাপতি জিয়ানি ইনফান্তিনো। ‘দা অ্যাথলেটিক’ এবং ‘ইএসপিএন’-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, হুচ বল কনফেডারেশনের প্রধানদের কাছে পাঠানো চিঠিতে ফিফা প্রধান জানিয়েছেন যে, প্রতিটি দেশকে কত টাকা দেওয়া হবে, তা ফিফা কাউন্সিলে আগামী ১৫ অক্টোবরের বৈঠকে ‘দা অ্যাথলেটিক’ -এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইনফান্তিনো লিখেছেন, যথাযথ প্রক্রিয়া মেনে এই তহবিল দেওয়া হবে। “টাকার পরিমাণ নিয়ে আগে থেকে কোনো মন্তব্য করব না। সর্বোচ্চ পরিমাণ অতিরিক্ত তহবিলকে সমর্থন করব আমি, যা ফিফার যথাযথ প্রক্রিয়ার পরিকল্পনার মাধ্যমে দায়িত্বের সঙ্গে প্রদান করা সম্ভব, ন্যায্যভাবে প্রয়োগ করা হবে এবং স্বচ্ছ ও নিরীক্ষণযোগ্য ব্যবস্থার দ্বারা সমর্থিত হবে। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রশংসার যোগ্য। এখন আর্থিক প্রমাণ, প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং বাস্তবায়নকে অবশ্যই একে সমর্থন করতে হবে। একটি একক অঙ্ক আলোচনার সূচনা করতে পারে, কিন্তু তা একটি বৈশ্বিক নীতিকে সম্পূর্ণ করতে পারে না। তাই আমি সমস্ত প্রস্তাবনা একত্রিত করে একটি সমন্বিত মূল্যায়ন তৈরি করতে মহাসচিবকে নির্দেশ দিয়েছি আমি, যা ফিফা কাউন্সিলের বিবেচনার জন্য পেশ করা হবে।”

ইনফান্তিনো যে ধরনের অর্থ প্রদানের কথা বলেছেন, সম্প্রতি ফিফাকে চিঠি লিখে

সোমবার সেরকম অর্থ প্রদানের দাবি জানিয়েছেন উয়েফা সভাপতি আলেকসান্দার চেফেরিন এবং কনকাক্যফের ভিক্টর মন্টায়িয়ানি। দা অ্যাথলেটিকের তথ্য অনুযায়ী, এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের প্রধান শেখ সালমান বিন ইব্রাহিম আল খলিফাও একই ধরনের অনুরোধ করছেন। বিশ্বকাপ এবং অন্যান্য ফিফা টুর্নামেন্টের বাণিজ্যিক ও পরিচালনগত দিকগুলোর জন্য প্রস্তাবিত নতুন সংস্থা, ফিফা ফরোয়ার্ড এন্টারপ্রাইজ (এফএফই)-এর প্রায় ২০ শতাংশ শেয়ার বিক্রি করার পরিকল্পনার জের ধরে ইনফান্তিনোকে পদত্যাগের আহ্বান জানানোর প্রেক্ষাপটে উয়েফা, কনকাক্যফ এবং এফসি এই আর্থিক আলোচনাটি সামনে এসেছে। এফ এফ ই - এ ব. বিনিয়োগকারীদের মধ্যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জামাতা জ্যারেড কুশনারের ভাই জেগুয়া কুশনারও উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রশংসার যোগ্য। ইনফান্তিনো পরবর্তীতে এই পরিকল্পনা বাতিল করেন। কিন্তু তার ওপর প্রবল চাপ চলছে সেই সময় থেকেই। তিনি বড়ো পদত্যাগ করতে অস্বীকার করেছেন এবং মার্চ মাসে পুনর্নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পরিকল্পনা করছেন। আর্থীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ঘোষণা দেওয়ার জন্য সাত সপ্তাহ বাকি আছে। ইনফান্তিনোর কারেনা প্রতিদ্বন্দ্বী এখনও প্রকাশ্যে দেখা যায়নি।

হতো, তাহলে প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্র অন্তত ২ কোটি ডলার পেত। ইএসপিএন-এর তথ্যমতে, উয়েফা এবং কনকাক্যফের চিঠিতে প্রতিটি সদস্য সংস্থাকে ফিফার ‘রিজার্ভ’ থেকে ন্যূনতম ১ কোটি ডলার দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। ফ্রান্স দুঃসংবাদটি পেয়েছে কিলিয়ান এমবাল্লে’র জয়সূচক গোলের পর। সেটা ত্বরন্থক বিপক্ষে গতকাল রাতে উয়েফা নেশনস লিগ ম্যাচে। ৫৫ মিনিটে মাইকেল ওলিসের পাস থেকে নিচু শটে গোল পান এমবাল্লে। এর কয়েক মুহূর্ত পরই মাঠে বসে পড়েন। বী হাঁটুতে হাত দিয়ে ব্যথায় কাভরাতে দেখা যায় তাঁকে। প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে মাঠে ফিরলেও কিছুক্ষণের মধ্যে আবার পড়ে যান একই ছাড়াতে ব্যথা হন এমবাল্লে। প্রতিপক্ষ দলের কোনো খেলোয়াড়ের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি কিংবা কড়া চ্যালেঞ্জের মুখে পড়া ছাড়া একা একাই চোট পান ফরাসি তারকা। তবে হেঁটে মাঠ ছাড়ার সময় এমবাল্লে’র কারও সাহায্যের দরকার হয়নি। এর পরই দুঃসংবাদটি পায় ফ্রান্স। এমবাল্লে’কে ফ্রান্স দল থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়ার খবর নিশ্চিত করে নেদার্লি ফুটবল ফেডারেশন। জিনেদিন জিহানোর স্কোয়াড ছেড়ে আপাতত হাঁটুর চিকিৎসা করাবেন এমবাল্লে। চলমান আন্তর্জাতিক বিরতিতে ফ্রান্সের পরবর্তী ম্যাচওগুলো খেলতে পারবেন না। ফ্রান্স জাতীয় দলে কোচ হিসেবে এ ম্যাচ দিয়েই

অভিষেক হলো জিনেদিন জিহানোর। জয়ের পর জাতীয় দল অবিনায়কের এই চোট নিয়ে ফরাসি টেলিভিশন ‘টিএফ১’কে জিডান বলেন, ‘অবস্থা ভালো নয়। দূর্ভাগ্যবশত ঘটনাটি সুবিধাজনক কিছু নয়। তাকে ফিরতে হবে, আমরা ঝুঁকি নেব না। শট নেওয়ার সময় তার হাঁটু অতিরিক্ত প্রসারিত হয়ে গেছে। পরিস্থিতি মোটেও আশাব্যঞ্জক নয়।’ জিহান জানান, চোটের চিকিৎসা করাতে রিয়াল মাদ্রিদ তারকা এখন মাদ্রিদে ফিরবেন। ওদিকে ফরাসি ফুটবল ফেডারেশন (এফএফএফ) নিশ্চিত করেছে, ‘টেভনের চোটে জিডান এমবাল্লে জাতীয় দলের চলতি ক্যাপ্টেনের দল। ম্যাচগুলো খেলতে পারবেন না।’ চলতি আন্তর্জাতিক বিরতিতে নেশনস লিগে আরও তিনটি ম্যাচ খেলবে ফ্রান্স। লেজিয়ারের বিরুদ্ধে দুটি ম্যাচ ছাড়াও ইতালির বিপক্ষে আরও একটি ম্যাচ খেলবে জিডানের দল। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম ‘এএস’ জানিয়েছে, এমবাল্লে’র চোট কতটা গুরুত্বর, তা নিশ্চিত হতে আজ তাঁর হাঁটুতে পরীক্ষা চালানো হবে। গত মৌসুমেও বী হাঁটুর সমস্যায় দুবার মাঠের বাইরে ছিটকে পড়তে হয় এমবাল্লে’কে। তবে জানা যায়, রিয়ালের মেডিক্যাল টিম গুরুতর তাঁর চোট পাওয়া হাঁটু পরীক্ষা করতেই ভুল করেছিল। রিয়ালের হয়ে চলতি মৌসুমে ৮ ম্যাচে ৮ গোল করেছেন এমবাল্লে।

ভোটের বাধা ও আধিকারিকদের উপর হামলা বরদাস্ত নয়: জিতেন্দ্র

আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর: ত্রিপুরা টাইবাল এরিয়া অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের (টিটিএএডিসি) ভিলেজ কমিটি নির্বাচনে সোমবারের ভোটগ্রহণকে কেন্দ্র করে হিংসা ও সংঘর্ষের ঘটনায় বিজেপি ও তিপরা মথাকে নিশানা করলেন বিরোধী দলনেতা তথা সিপিআই(এম) রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী। একইসঙ্গে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি।

গোমতী জেলার বিভিন্ন ঘটনার প্রসঙ্গে জিতেন্দ্র চৌধুরী অভিযোগ করেন, ত্রিপুরায় বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকেই আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। তবে নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে পুলিশ ও প্রশাসন নিরপেক্ষভাবে কাজ করার চেষ্টা করছে বলেও তিনি স্বীকার করেন। তাঁর বক্তব্য, নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি বা সরকারি আধিকারিকদের উপর হামলার ঘটনা কোনওভাবেই বরদাস্ত করা উচিত নয় এবং আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

ওয়াশিংটনে মথার এক প্রার্থী গুলিবদ্ধ হওয়ার ঘটনাও উল্লেখ করেন তিনি। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ওই ঘটনায় এক প্রার্থী গুলিবদ্ধ হন এবং আরও দু'জন আহত হন। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শাস্ত ও গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। এই ঘটনায় কারা জড়িত, তা নিয়ে রাজনৈতিক অভিযোগ-পাক্টা অভিযোগও শুরু হয়েছে। জিতেন্দ্র চৌধুরী অভিযোগ করেন, বহিরের থেকে কয়েকটি গাড়িতে করে লোকজন এসে ভোটকেন্দ্রে হস্তক্ষেপের চেষ্টা করেছিল। গাড়িগুলির নম্বর নথিভুক্ত করা হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি। তাঁর আরও অভিযোগ, ঘটনায়

নিজ ঘর থেকে স্কুলছাত্রের বুলন্ড মৃতদেহ উদ্ধার

আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর: আমতলী থানার অন্তর্গত মধুবন কাঁঠালতলীর টকাটিলা এলাকায় নিজ বাড়ির দোতলা থেকে এক স্কুলছাত্রের বুলন্ড মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ওই ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার সকালে বাড়ির দোতলায় নয়নের বুলন্ড মৃতদেহ দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে। পরিবারের দাবি, ইচাবাজার এলাকার এক তরুণীর সঙ্গে নয়নের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। দুই পরিবারের সদস্যরাও তাদের সম্পর্কের বিষয়ে অবগত ছিলেন বলে জানা গেছে।

পরিবারের পক্ষ থেকে আরও অভিযোগ করা হয়েছে, ওই সম্পর্কের জেরেই নয়ন চরম সিকান্ত নিয়েছেন। তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনাটি নিয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। তদন্তের পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

রাতের অন্ধকারে ৫ হাজার চারাগাছ কেটে নষ্ট, বিপুল ক্ষতির মুখে কৃষক

আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর: এক রাতের ব্যবধানে দুর্ভুক্তকারীদের তত্ত্বের বিপুল আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়লেন এক কৃষক। ঘটনাটি ঘটেছে সোনামুড়া মহকুমার ধামতলী গ্রাম পঞ্চায়েতের গরুরবান্দ উত্তরপাড়া এলাকায়।

জানা গেছে, স্থানীয় কৃষক হরিপদ পাল প্রায় এক মাস আগে নিজের জমির এক কোণে প্রায় পাঁচ হাজার কপির চারা রোপণ করেছিলেন। পরিচর্যার পর চারাগুলি বড় হয়ে উঠেছিল। মঙ্গলবারই সেই চারাগুলি তুলে মূল জমিতে রোপণ করার কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই সোমবার রাতের অজান্তে পরিচয় দুর্ভুক্তকারীরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে সমস্ত কপির চারা কেটে নষ্ট করে দেয় বলে অভিযোগ।

মঙ্গলবার সকালে জমিতে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে পড়েন কৃষক হরিপদ পাল। দীর্ঘদিনের পরিশ্রমে তৈরি করা ফসল এভাবে নষ্ট হয়ে যাওয়া কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি। তাঁর দাবি, তাঁর গরমের মধ্যে কঠোর পরিশ্রম করে এই চারাগুলি তৈরি করেছিলেন। এলাকায় কারও সঙ্গে তাঁর কোনও পূর্বস্ক্রুতা বা বিবাদ নেই বলেও জানান তিনি। তাহলে কারা এই ঘটনা ঘটায়গে, তা নিয়ে তিনি নিজেও অন্ধকার।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গরুরবান্দ উত্তরপাড়ার চারাঞ্চলে কৃষকের ফসল নষ্ট করার ঘটনা এই প্রথম নয়। প্রায় দুই বছর আগেও এলাকার এক কৃষকের ঝিঙে ক্ষেত তৈরি হয়েছিল। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক প্রশাসনের কাছে ঘটনার তদন্ত করে দেওয়ার অনুরোধ করেছিলেন।

বারবার এ ধরনের ঘটনায় এলাকার কৃষকদের মধ্যে ক্ষোভ ও আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক প্রশাসনের কাছে ঘটনার তদন্ত করে দেওয়ার চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তি দেবার দাবি পুরণের দাবি জানিয়েছেন।

খোয়াই-তেলিয়ামুড়া জাতীয় সড়কের ধুলোয় অতিষ্ঠ জনজীবন উত্তর কমারনগরে পথ অবরোধ

তেলিয়ামুড়া, ২৯ সেপ্টেম্বর: খোয়াই-তেলিয়ামুড়া জাতীয় সড়কের সম্প্রসারণ কাজে গাফিলতি এবং তীব্র নিজেদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন তাঁরা। নিয়মিত ধুলোবালির প্রতিবাদে পথ অবরোধে সামিল হলেন উত্তর কমারনগর এলাকার ক্ষুদ্র সাধারণ মানুষ। দীর্ঘদিন ধরে নির্মাণাধীন সড়কে নিয়মিত জল ছিটানো না হওয়ায় ধুলোয় অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

অভিযোগ, ধুলোবালির কারণে এলাকার শিশুদের মধ্যেও শ্বাসকষ্টের সমস্যা দেখা দিচ্ছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার নির্মাণকারী সংস্থার কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছে। প্রতিবারই জল ছিটান ধুলো নিয়ন্ত্রণের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে সেই আশ্বাস কার্যকর হয়নি। ফলে দিনের পর দিন দুর্ভোগ বেড়েই চলেছে।

দীর্ঘদিনের দুর্ভোগের স্থায়ী সমাধান না হলে আগামী মঙ্গলবার নির্মাণকাজের দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছালে তাঁদের ঘিরে ক্ষোভ প্রকাশ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। কর্মকর্তাদের সামনে গাড়ি আটকে

বিশ্রামগঞ্জের খেলার মাঠে আবর্জনার স্তুপ, ড্রজার দিয়ে শুরু পরিষ্কার অভিযান

চড়ি লাম, ২৯ সেপ্টেম্বর: বিশ্রামগঞ্জের খেলার মাঠে দীর্ঘদিন ধরে প্রস্রাবজনিত দূষণের স্তূপ সরাতে মঙ্গলবার সকাল থেকে শুরু হয়েছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কার্য।

ড্রজারের সাহায্যে মাঠে জমে থাকা ময়লা ও বর্জ্য সরানোর কাজ চলছে। এর ফলে দীর্ঘদিনের আবর্জনার কারণে মাঠের পরিবেশ ও ব্যবস্থার নিয়ে যে সমস্যা তৈরি হয়েছিল, তা কিছুটা দূর হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সম্প্রতি বিশ্রামগঞ্জ নগর পঞ্চায়েত হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। তবে নতুন নগর পঞ্চায়েতের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন ও পরিকাঠামো এখনও পুরোপুরি চালু হয়নি। বিশেষ করে

রিফিউজ কমপেক্টর গাড়ি এখনও নগর পঞ্চায়েতের হাতে এসে পৌঁছায়নি। ফলে নিয়মিত বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণের ক্ষেত্রে সমস্যা পড়তে হচ্ছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে।

এরই মধ্যে খেলার মাঠের আবর্জনা দ্রুত সরিয়ে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার ড্রজার নামিয়ে মাঠ পরিষ্কারের কাজ শুরু করা হয়। স্থানীয়দের আশা, মাঠটি সম্পূর্ণ পরিষ্কার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে যাতে সেখানে ফের আবর্জনা জমা না হয়, সে বিষয়েও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয় যানবাহন প্রসঙ্গে বিশ্রামগঞ্জ নগর পঞ্চায়েতের ডেপুটি এক্সিকিউটিভ

অফিসার তথা বিশালগড়ের ডেপুটি কালেক্টর অ্যান্ড ম্যাজিস্ট্রেট প্রসন্নজিৎ দাস জানান, নগর পঞ্চায়েতটি সন্ধ্যা গতিত হওয়ায় প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো এখনও পুরোপুরি হাতে এসে পৌঁছায়নি। আরবান দপ্তরের পক্ষ থেকে অতিক্রান্ত রিফিউজ কমপেক্টর গাড়ি দেওয়া হবে। গাড়িটি এসে গেলে বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণের ক্ষেত্রে বর্তমান সমস্যার অনেকটাই সমাধান হবে বলে তিনি আশ্বস্ত করেন।

নতুন নগর পঞ্চায়েতের আওতায় পরিচ্ছন্নতা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়মিত এবং কার্যকরভাবে পরিচালিত হয় কিনা, এখন সেদিকেই নজর স্থানীয় বাসিন্দাদের।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ত্রিপুরার রাজ্যপালের

আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর: দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাথু।

সাক্ষাৎকালে ত্রিপুরার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রাজ্যপালের আলোচনা হয়েছে বলে জানা গেছে। রাজ্যের সামগ্রিক পরিস্থিতি, উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে তাঁদের মধ্যে মতবিনিময় হয়।

মানিক সরকারের উপর হামলার অভিযোগের প্রতিবাদে ধর্মনগরে সিপিআই(এম)-এর বিক্ষোভ

সংবাদ প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৯ সেপ্টেম্বর: প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সিপিআই(এম) নেতা মানিক সরকারের উপর হামলার অভিযোগের প্রতিবাদে মঙ্গলবার ধর্মনগরে বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করে সিপিআই(এম)।

মিছিলে পেরের কর্মী-সমর্থকেরা অংশ নেন।

দলীয় সূত্রে অভিযোগ, গত ২৭ সেপ্টেম্বর পশ্চিম ত্রিপুরার বামুটিয়া এলাকার কালাঁবাজারে একটি কর্মসূচিতে যোগ দিতে যাওয়ার সময় মানিক সরকারের কনভয়ের পথ আটকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। এ সময় কনভয়ের একটি গাড়িতে ভাঙচুর চালানোরও অভিযোগ ওঠে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় প্রায় ৪০ থেকে ৪০ মিনিট উত্তেজনা বজায় ছিল বলে দাবি দলের।

ঘটনার প্রতিবাদে ধর্মনগরের মিছিল থেকে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে বাধা, ভাঙচুর ও রাজনৈতিক হিংসার অভিযোগের বিরুদ্ধে সরব হন সিপিআই(এম) নেতৃত্ব। তাঁরা রাজ্যব্যাপক হিংসা বন্ধ, ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত এবং জড়িতদের চিহ্নিত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।



মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা নাথু।

ভোটাদিকার ও নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা রক্ষার দাবিতে বিশ্রামগঞ্জে কংগ্রেসের বিক্ষোভ

বিশ্রামগঞ্জ, ২৯ সেপ্টেম্বর: সর্বভারতীয় কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে মঙ্গলবার বিশালগড় জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে বিশ্রামগঞ্জে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

মিছিলটি বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে মোটর স্ট্যান্ডে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত হয় প্রতিবাদ সভা। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় জেলা কংগ্রেস সভাপতি গোপীনাথ সাহা, প্রাক্তন বিধায়ক তথা প্রদেশ কংগ্রেসের সহ-সভাপতি অশোক দেববর্মী, প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক জয়দীপ বর্মন-সহ ব্রহ্ম ও জেলা স্তরের কংগ্রেস নেতৃত্ব।

প্রতিবাদ সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন অশোক দেববর্মী ও গোপীনাথ সাহা।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রবীর চক্রবর্তী দেশের বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে শাসকদলের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তোলেন। তাঁর দাবি, দেশের আর্থিক সংকট, বেকারত্ব বৃদ্ধি এবং সাধারণ মানুষের দুরবস্থার জন্য বর্তমান সরকারের নীতিই দায়ী। তিনি অভিযোগ করেন, ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে তৎকালীন ইউপিএ সরকারের বিরুদ্ধে বৃহৎ পুঞ্জিপতি গোষ্ঠী, তাদের নিয়ন্ত্রিত সংবাদমাধ্যম এবং একটি বিশেষ অংশ পরিকল্পিতভাবে অপপ্রচার চালিয়েছিল। বিভিন্ন দূর্নীতির অভিযোগ তোলা হলেও পরবর্তীকালে সুপ্রিম কোর্ট, সিবিআই, ইডি-সহ বিভিন্ন তদন্তকারী সংস্থার তদন্তে অনেক অভিযোগের প্রমাণ মেলেনি বলেও দাবি করেন তিনি।

প্রবীর চক্রবর্তীর অভিযোগ, ক্ষমতা ধরে রাখার লক্ষ্যে ধর্মীয় বিভাজনের রাজনীতি, অর্থের ব্যবহার এবং বিভিন্ন প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে। তাঁর বক্তব্যে অমিত শাহের কথিত ‘জুমানা’ মন্তব্যের প্রসঙ্গও উঠে আসে।

নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও সরব হন প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র। তাঁর অভিযোগ, স্বাধীন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহারের চেষ্টা করা হচ্ছে এবং এর প্রভাব মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ও ভোটাধিকারের উপর পড়ছে। তিনি বলেন, ২০১৮ সালের পর থেকে ত্রিপুরাতেও প্রায় সব নির্বাচনেই এই ধরনের প্রবণতা দেখা গেছে বলে কংগ্রেসের অভিযোগ। ইডিএম, অর্থের ব্যবহার এবং সাম্প্রদায়িক বিভাজনের মতো বিষয় নিয়েও তিনি

প্রশ্ন তোলেন।

নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের বর্তমান ব্যবস্থার প্রসঙ্গ তুলে প্রবীর চক্রবর্তী বলেন, নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচন কমিশনারদের দায়মুক্তির মতো আইনি বিধান নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি। তাঁর দাবি, নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত না হলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর মানুষের আস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

ভোটার তালিকা সংশোধনের বিষয়েও বক্তব্য রাখেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, নতুন ভোটারদের তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়া আগের তুলনায় জটিল হয়েছে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় ভোটার তালিকা সংশোধন ও নাম বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়া নিয়ে যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে, তারও উল্লেখ করেন তিনি।

প্রবীর চক্রবর্তী বলেন, ভোটাধিকার মানুষের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক অধিকার। কোনো প্রকৃত নাগরিকের নাম যাতে ভোটার তালিকা থেকে বাদ না যায় এবং একই ব্যক্তির নাম যাতে একাধিক ভোটকেন্দ্রে অন্তর্ভুক্ত না হয়, তা নিশ্চিত করা নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব। তিনি আরও বলেন, এই আদোলন কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের স্বার্থে নয়, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার প্রশ্নে বৃহত্তর আন্দোলন দেশের বিভিন্ন নাগরিকের শক্তির মধ্যে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার প্রশ্নে মতবিনিময় ও একত্রে যে প্রবণতা তৈরি হয়েছে, তার কথাও উল্লেখ করেন তিনি।

ত্রিপুরার আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক-সহ প্রশাসনের সমস্ত স্তরের আধিকারিকদের কাছে ভোটার তালিকা সংশোধনের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা বজায় রাখার আবেদন জানান প্রবীর চক্রবর্তী। প্রকৃত ভারতীয় নাগরিকদের নাম যাতে ভোটার তালিকা থেকে বাদ না যায় এবং কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নাম যাতে বৈআইনিভাবে একাধিক ভোটকেন্দ্রে অন্তর্ভুক্ত না হয়, তা নিশ্চিত করার দাবি জানান তিনি।

প্রতিবাদ সভা থেকে নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখা, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দেওয়া এবং মানুষের ভোটাধিকার সুরক্ষিত রাখার দাবি জানানো হয়।

দুর্গাপূজাকে সামনে রেখে বামুটিয়ায় সমন্বয় সভা, শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার আহ্বান

আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর: আসন্ন শারদোৎসবকে সামনে রেখে বামুটিয়া এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা, সম্মতি ও নিরাপদ পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষ্যে মঙ্গলবার বামুটিয়া আউটপোস্টে এক গুরুত্বপূর্ণ সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় এলাকার বিভিন্ন দুর্গাপূজা কমিটি, ক্লাব ও সামাজিক সংস্থার কর্মকর্তা-প্রতিনিধিদের পাশাপাশি স্থানীয় সাংবাদিকরাও উপস্থিত ছিলেন।

সভায় বামুটিয়া আউটপোস্টের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক প্রীতম চাকমা এবং এসআই নুপেন জমাতিয়া উপস্থিত ছিলেন। আসন্ন দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে দুর্গাপূজা উপলক্ষে সরকার নির্ধারিত বিভিন্ন নিয়ম-নীতি ও নির্দেশিকা পূজো উদ্যোক্তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়। পাশাপাশি পূজার দিনগুলিতে যথাযথভাবে সরকারি নির্দেশিকা মেনে চলার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

পূজো মণ্ডপের নিরাপত্তা, দর্শনার্থীদের ভিড় নিয়ন্ত্রণ, যানবাহন চলাচল, শব্দ নিয়ন্ত্রণ, রাতের সময় শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং যেকোনও ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।

পূজার দিনগুলিতে সাধারণ মানুষের যাতে কোনও ধরনের অসুবিধা না হয়, সেদিকেও পূজো কমিটিগুলিকে বিশেষ নজর রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়। আউটপোস্টের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক প্রীতম চাকমা বলেন, দুর্গাপূজা সকলের আনন্দ ও সঙ্গীতির উৎসব। তাই সরকারি নিয়ম-নীতি মেনে এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে পূজার উৎসব সুন্দর ও নির্বিঘ্ন করে তুলতে হবে। পূজো উদ্যোক্তা, সামাজিক সংস্থা, সাধারণ মানুষ এবং সাংবাদিকদের প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে চলার আহ্বান জানান তিনি।

এসআই নুপেন জমাতিয়াও আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে নির্বিঘ্নভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রশাসন ও পূজো উদ্যোক্তাদের মধ্যে সমন্বয়ের বার্তা উঠে আসে।

ওয়ারাংবাড়ি এসবি স্কুলের ভোটকেন্দ্রে পুনর্নির্বাচনের দাবি বিজেপির

আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর: মাতাবাড়ি ব্লকের গামারিয়া গ্রামের অন্তর্গত ওয়ারাংবাড়ি এসবি স্কুলের ভোটকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত ভোটগ্রহণ নিয়ে গুরুতর ওরুল্ড সহকারের পর্যালোচনা করে পুনর্নির্বাচনের ব্যবস্থা করার দাবি জানানো হয়েছে।

বিজেপির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, অব্যাহ, সঠিক ও নিরপেক্ষ নির্বাচন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান ভিত্তি। তাই ভোটগ্রহণকে ঘিরে ওঠা অভিযোগগুলির যথাযথ যাচাই ও নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত পরিস্থিতি নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

একই নির্বাচনী প্রক্রিয়ার প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা অক্ষুণ্ণ রাখতে আইন ও নির্বাচনী বিধি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণেরও দাবি জানিয়েছে বিজেপি। রাজ্য নির্বাচন

৩৬ এর পাঠ্য দেখুন